

## সূরা বনী ইসরাইল-১৭

### (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

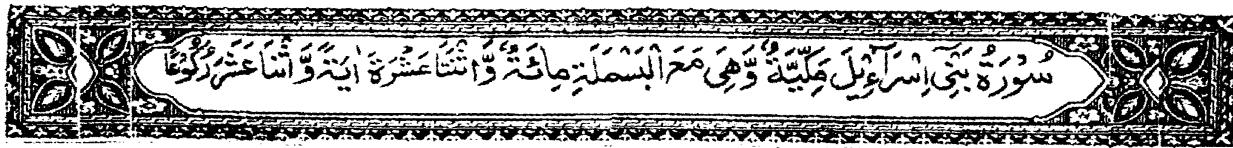
#### অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ ও প্রসঙ্গ

এ সুরায় বনী ইসরাইল এবং ইসরাইলীদের ইতিহাসের কোন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বনী ইসরাইলকে অতিক্রম করতে হয়েছিল এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সুরার নামকরণ করা হয়েছে বনী ইসরাইল। এ সুরাটি ‘ইসরাি’ শিরোনামেও পরিচিত। কেননা এটা হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) এর আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণের কথা দিয়ে শুরু হয়েছে, যে ভ্রমণের মাধ্যমে তিনি মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় গমন করেন এবং এ আধ্যাত্মিক ভ্রমণবৃত্তান্ত এ সুরার একটি শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) এর একজন প্রথম সারির সাহারী হ্যারত ইবনে মাসউদের মতে মক্কী জীবনের ৪৮ থেকে ১১তম বছরের মধ্যে এ সুরা অবতীর্ণ হয়েছিল। খৃষ্টীয় লেখকগণ অবশ্য এ সময়কালকে ষষ্ঠ থেকে ১২তম বছরের মধ্যে মনে করে থাকেন। পূর্ববর্তী সুরার শেষাংশে মুসলমানদেরকে সর্তক করে বলা হয়েছিল, শৈষাই তারা ‘আহলে কিতাবের’ পক্ষ থেকে কঠোর বিরোধিতার সমুখীন হবে, যেমন হয়েছিল তারা মক্কার মুশারিকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু এতে তারা যেন দৈর্ঘ্য ধারণ করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তাদের শক্তিদের বিরুদ্ধে তাদেরকে বিজয় দান করেন। আলোচ্য সুরাতে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, এবারকার বিরোধিতা মদীনা থেকে শুরু হবে যার পরিণতিতে ‘আহলে কিতাব’ সম্পর্কভাবে পরাজিত হবে এবং তাদের পরিব্রহ্ম স্থানসমূহ মুসলমানদের হস্তগত হবে।

#### বিষয়বস্তু

শিরোনাম থেকে স্বত্বাবতই প্রতীয়মান হয়, এই সুরাটিতে ইহুদী জাতির ইতিহাস, বিশেষ করে তাদের দুটি সুবিদিত ঘটনা অর্থাৎ যেভাবে তারা আল্লাহ্ দুজন মহান নবী হ্যারত দাউদ (আঃ) ও হ্যারত ইসা (আঃ) কে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছিল, এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণকারী বর্ণনা রয়েছে। এ অঙ্গীকৃতির দরুণ প্রথমে তারা ব্যবিলনীয় স্ম্যাট নেরুখদনিংসর (বখতেনসর) কর্তৃক নিঃস্থান হয় এবং তাদের জাতীয় জীবনের ধ্বংস সাধিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে রোম স্ম্যাট টিটাস কর্তৃক তাদের বিনাশ ঘটে। ইহুদী জাতির এই দ্বিবিধ ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা একটি সর্তকাত্মক বিষয় হিসাবে মুসলমান জাতির কাছে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, তাদের অন্যায়, অপকর্ম ও বাড়াবাড়ির ফলে তাদের জাতীয় জীবনও দুটি বিরাট বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করবে। তবে এ সর্তকাতার সাথে তাদেরকে আশা ও উৎসাহজ্ঞপক সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে। কেননা হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) শেষ শরীয়তধারী নবী। তাই তাঁর বিধান ইহুদী বিধান প্রস্তরের মত কথনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, বরং প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এটা আরো অনেক দীপ্তি ও উজ্জ্বলতাসহকারে সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। এ ছাড়া বর্তমান সুরাতে এমন কিছু বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে যা পূর্ববর্তী সুরাতে সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। সুরার প্রারম্ভেই হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) এর ‘ইসরাি’ বা আধ্যাত্মিক নৈশ ভ্রমণের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়েছে, হ্যারত মূসা (আঃ) এর উত্তরসূরী এবং সদৃশ নবী হিসাবে হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) ও তাঁর অনুসারীরা মূসা (আঃ) এর কাছ থেকে প্রতিশ্রূত পরিব্রহ্ম (জেরুয়ালেম) লাভ করবে এবং হ্যারত মূসা (আঃ) এর হিজরতের অনুরূপ হ্যারত মুহাম্মদ (সা:) কেও হিজরত করতে হবে। এর ফলে ইসলাম অত্যন্ত উন্নতি লাভ করবে এবং দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে যাবে। অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে, হ্যারত মূসা (আঃ) এর জাতি তাদের মধ্যে আগত নবীদের সান্নিধ্যে থেকে বিপুল ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু পরিণামে ঐশ্বী সর্তকাতাকে উপেক্ষা করার ফলে তারা দুঃখকষ্টে নিপত্তি হয়। কিন্তু হ্যারত মূসা (আঃ) এর বিধানগ্রস্ত তওরাত থেকে যেহেতু কুরআন সব দিক দিয়েই পরিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট, তাই এর অনুসারীরা তওরাতের অনুসারী থেকে নিজেদের মধ্যে অধিকতর উন্নত ও বাস্তিত পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হবে। ইহুদীদের উত্থান ও পতনের এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনার সাথে সাথেই মুসলমানদেরকে এ সাবধানবাণী শোনানো হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকেও তাঁর নেয়ামতের অধিকারী করবেন এবং ইহুদীদের মত তারাও জাগতিক উন্নতি ও গৌরবের অধিকারী হবে। কিন্তু এ সম্পদ, প্রতিপত্তি ও যশ লাভের পর তারা যেন আল্লাহকে ভুলে না যায়। এরপর এমন কোন কোন কার্যবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার অনুসরণে একটি জাতি এর আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে এক অতি উন্নত পর্যায়ে নিজেদেরকে উন্নীত করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবিশ্বাসীরা উন্নতি লাভের এ কার্যবিধি থেকে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করে না, উপরন্তু তারা উন্নতভাবে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাদের মিথ্যা অহঙ্কার ও গর্ব তাদেরকে যে ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যায় সে বিষয়ে তারা মোটেই দৃষ্টিপাত করে না। তাদের উদ্দেশ্যে সর্তকাতানী উচ্চারণপূর্বক বলা হয়েছে, সত্যের অস্বীকার কোন সময়ই শুভ পরিণতি প্রদান করে না বরং এর পরিণাম হয়ে থাকে ভয়াবহ ঐশ্বী শাস্তি এবং তা বিশেষভাবে শেষ যুগে প্রতিভাত হবে যখন এ পৃথিবী আলো এবং অন্ধকারের শেষ মোকাবেলা প্রত্যক্ষ করবে এবং পরিণামে অন্ধকার তথা শয়তানী শক্তিসমূহ বিনষ্ট হবে।

ଅବିଶ୍ୱାସୀଦେର ପ୍ରତି କଠୋର ତିରକ୍ଷାରପୂର୍ବକ ବଲା ହେଁଛେ, ତାରା ଯଦିଓ ହସରତ ମୁହାୟଦ (ସା:) ଏଇ ଧଂସ କାମନାୟ ଚେଷ୍ଟାର କୋନ ଜ୍ଞାଟି କରଛେ ନା, ତଥାପି ପରିଗାମେ ତିନିଇ ବିଜୟୀ ହବେନ । ଆହ୍ଲାହ୍ ତାଆଲା ତାଙ୍କେ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ମହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରେଛେ । ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳେ ତାର ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ହବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଶୈସ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ନାମ ସମ୍ମାନେର ସାଥେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହବେ । ମାନବତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଓ ନେତା ହିସାବେ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କେ ଗ୍ରହଣ କରବେ ଏବଂ ତାର ଆନ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ କୁରାଅନ ଶରୀକତ ଏକ ଅନନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଭାବାର ହିସାବେ ପ୍ରତିଭାତ ହବେ । ସୂରାଟିର ଶେଷାଂଶେ ଶୈସ ଯୁଗେର କିଛୁ ନିର୍ଦର୍ଶନ ଓ ଲକ୍ଷଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କେ ସଂକଷିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନାର ପର ସେଇ ସମୟ ସେବର ସାମାଜିକ ପାପାଚାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରବେ ମେ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରା ହେଁଛେ । ଆର ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆହ୍ଲାହ୍ ତାଆଲାର ସାଥେ ନିବିଡ଼ ଏବଂ ସତ୍ୟକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ମାନୁଷକେ ପାପ ଓ ଧଂସେର ପଥ ଥିକେ ରକ୍ଷା କରବେ-ଏଇଓ ଘୋଷଣା ଦେଯା ହେଁଛେ ।



## সূরা বনী ইসরাইল-১৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ সহ ১১২ আয়াত এবং ১২ রূপু

জ্ঞান মন্ত্ৰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ اللَّهِيْ أَشْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا  
رَبِّ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ  
أَكَفَّالَ اللَّهِيْ بِرَحْمَتِنَا حَوْلَهُ لِتُرْيَةٍ  
مِّنْ أَبْيَانِهِ رَاهَهُ هُوَ السَّوِيْمُ الْبَصِيرُ

১। \*আল্লাহর নামে, যিনি পরম কর্ণণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

★ ২। মহিমা ও পবিত্রতা তাঁরই, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায়<sup>১৫৯০</sup> নিয়ে<sup>১৫৯১</sup> গেলেন, \*যার চারপাশকে আমরা আশিসমন্ডিত করেছি। (আমরা তাকে সেখানে এ জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম) যেন আমরা তাকে আমাদের (কিছু) নির্দশন<sup>১৫৯১-ক</sup> দেখাই। নিচয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদৃষ্টা । ★

দেখুনঃ ক. ১৫১ খ. ৫৫২২; ৭৫১৩৮ ।

১৫৯০। এ আয়াতে হ্যরত রসূল করীম (সা:) এর এক কাশ্ফ (দিব্যদর্শন) এর কথা ব্যক্ত হয়েছে যা অধিকাংশ তফসীরকারদের মতে মে'রাজ (আধ্যাত্মিক স্বর্গারোহণ) বলে পরিচিত। সাধারণের প্রচলিত ধারণার বিপরীতে আমাদের মতে এ আয়াতে নবী করীম (সা:) এর ইস্রা (রাত্রিকালীন আধ্যাত্মিক সফর) সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়েছে যাতে আঁ হৃষুর (সা:) কাশ্ফে মক্কা থেকে জেরুয়ালেম পর্যন্ত সফর করেছেন। মে'রাজ সম্পর্কে সূরা আন্নাজমে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আন্নাজমে উল্লেখিত ঘটনাসমূহের বর্ণনা রয়েছে আয়াত ৮-১৮তে। এ আয়াতসমূহ নবুওয়তের পঞ্চম বছরে রজব মাসে কিছু সংখ্যক সাহাবার (রা:) আবিসিনিয়াতে হিজরতের পরে পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল। হাদীস শরীফে রসূলে করীম (সা:) এর মে'রাজ সম্পর্কিত ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যুরুকানীর মতে তা নবুওয়তের একাদশ বছরে সংঘটিত হয়েছিল এবং মূঁইর ও কোন কোন খৃষ্টান লেখকের মতে নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে ঘটেছিল। যা হোক ইবনে সা'আদ এবং মারদাওয়াইয়ের মতে হিজরতের ১ বছর পূর্বে রবিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখে এ 'ইসরার' ঘটনা ঘটেছিল (আল্খাসাইসুল কুবুরা)। বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন, হিজরতের এক বছর বা ছয় মাস পূর্বে ইস্রার সংঘটিত হয়েছিল। এরপে সব সংশ্লিষ্ট বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়, নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে হিজরতের এক বছর বা ছয়মাস পূর্বে ইসরার ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময়ে দশম বছরে হ্যরত খাদীজা (রা:) এর মৃত্যু হয়। তখন হ্যরত রসূলে করীম (সা:) তাঁর চাচাত বোন উম্মে হানীর গৃহে বসবাস করছিলেন। অধিকাংশ পভিত্রের মতে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল নবুওয়তের পঞ্চম বছরে। অতএব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ের মধ্যেও ৬/৭ বছরের ব্যবধান রয়েছে। কাজেই এ ঘটনা দুটি ভিন্ন ভিন্ন, একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এছাড়া সেইসব ঘটনা যা রসূলুল্লাহ (সা:) এর মে'রাজের ঘটনা বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে তা ইসরার ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ঘটনা দুটি আধ্যাত্মিক বিষয়ক ব্যাপার। হ্যরত নবী করীম (সা:) সশরীরে উর্বরগমন করেননি বা জেরুয়ালেমেও গমন করেননি।

প্রতিহাসিক প্রমাণ ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডও এ মতের সমর্থন করে যে এ দুটি ঘটনা একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, (ক) পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আন্নাজমে মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর মে'রাজ সম্বন্ধে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, কিন্তু ইসরার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। অথচ আলোচ্য আয়াতে তাঁর ইস্রার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু মে'রাজ সম্পর্কে কোন পরোক্ষ ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। (খ) ইস্রার সংঘটিত হওয়ার রাতে রসূলে করীম (সা:) তাঁর চাচাতো বোন উম্মে হানীর ঘরে ছিলেন এবং তিনি (উম্মে হানী) প্রথম মহিলা যাঁর নিকট আঁ হ্যরত (সা:) তাঁর জেরুয়ালেমে রজুনীয়োগে আধ্যাত্মিক ভ্রমণের কথা প্রকাশ করেন এবং অস্ততপক্ষে সাত জন মোহাম্মদিস (হাদীস সংগ্রহকারী) উম্মে হানীর নাম উল্লেখের সাথে চারজন ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়াতকারীর বরাত দিয়েছেন যাঁরা উম্মে হানীর কাছ থেকে উক্ত ঘটনা শুনেছেন। এই চার জন বর্ণনাকারী একই রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন যে নবী করীম (সা:) যে রাতে জেরুয়ালেম ভ্রমণ করেছিলেন সেই রাতেই তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। আঁ হ্যরত (সা:) তাঁর বেহেশতে আরোহণের কথা যদি বলতেন তাহলে উম্মে হানী তাঁর একাধিক বর্ণনার কোন একটিতে অস্তত এ বিষয়ে উল্লেখ না করে পারতেন না। কিন্তু তিনি তার কোন রেওয়ায়াতেই একথা উল্লেখ না করায় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, যে রাতে নবী করীম (সা:) কেবল ইস্রার বা জেরুয়ালেমে আধ্যাত্মিক সফর করেছিলেন, সেই রাতে মে'রাজ সংঘটিত হয়নি। মনে হয় কোন কোন বর্ণনাকারী ইস্রার ও মে'রাজ-এ দুটি বিষয়কে এক করে ফেলেছিলেন। এ গৱামিল সম্বত ইস্রার' শব্দ

৩। আর \*আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। আর আমরা এটিকে বনী ইসরাইলের জন্য পথনির্দেশক করেছিলাম (এবং নির্দেশ দিয়েছিলাম,) \*তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে (তোমাদের) কার্যনির্বাহকরূপে গ্রহণ করবে না।'

৪। (এরা ছিল) তাদের বংশধর, \*যাদেরকে আমরা নুহের সাথে (নৌকায়) আরোহণ করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল আমাদের একজন পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।

৫। আর আমরা সেই কিতাবে বনী ইসরাইলকে একথা (সুস্পষ্টভাবে) জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'তোমরা অবশ্যই পৃথিবীতে দু'বার'<sup>১৯২</sup> নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। আর তোমরা অবশ্যই চরম উদ্দিতে লিঙ্গ হয়ে (পৃথিবীতে) বিস্তার লাভ করবে।'

দেখুনঃ ক. ২৪৫৪, ৮৮; ২৩৪৫০; ৩২৪২৪; ৪০৪৫৪; খ. ১৭৪৬৯; ২৩৪২৮; গ. ১৯৪৫৯, ২৩৪২৮।

থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কারণ শব্দটি 'ইসরা' এবং মে'রাজ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ইস্রাও ও মে'রাজের বিবরণের কোথাও কোথাও সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় এ বিভাস্তি বৃদ্ধি পায় এবং বন্ধমূল হয়ে যায়। (গ) যেসব হাদীস প্রথমে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর জেরুয়ালেম সফর এবং সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে তাঁর পরিভ্রমণের বিবরণ দিয়েছে, সেগুলোতে উল্লেখ রয়েছে যে মহানবী (সা:) জেরুয়ালেমে পূর্ববর্তী যে নবীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন হ্যরত আদম, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ), কিন্তু বেতেশতেও পুনরায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। অথচ সেখানে তিনি তাদেরকে চিনতে পারেননি। কাজেই প্রশ্ন জাগে, এই নবীগণ (আঃ) যাঁদের সঙ্গে মহানবী (সা:) এর জেরুয়ালেমে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে তারা কিরূপে তাঁর পূর্বেই বেহেশ্তে পৌঁছে গেলেন এবং একই সফরে কিছুক্ষণ পূর্বে যাদেরকে দেখেছিলেন তাঁদেরকে তিনি কেন চিনতে পারলেন না? এটা কল্পনা করা যায় না যে উল্লেখিত সফরের মাঝে মাত্র আঁ হ্যরত (সা:) অল্পক্ষণ পূর্বেই যাঁদেরকে দেখেছিলেন, খানিক পরেই তিনি তাঁদেরকে চিনতে ব্যর্থ হলেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন "দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী" পৃঃ ১৪০৪-১৪০৯।

১৫৯১। মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) দিয়ে জেরুয়ালেমে হ্যরত সুলায়মান (আঃ) এর ইবাদত গৃহের কথা বলা হয়েছে।

১৫৯১-ক। তফসীরাধীন আয়াতে বর্ণিত নবী করীম (সাঃ) এর 'কাশ্ফ' এর মধ্যে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে। দূরবর্তী মসজিদে তাঁর ভ্রমণ দ্বারা মদীনায় প্রত্যাবাসন এবং সেখানে এক মসজিদ নির্মাণ করার ইঙ্গিত বহন করেছে, যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় মসজিদের নির্ধারিত হবে। কাশ্ফে 'মহানবী (সাঃ)' নামাযে অন্যান্য নবীগণের ইমামতি করেছিলেন' এর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে নতুন ধর্ম ইসলাম এর জন্মস্থানেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকার জন্য প্রবর্তিত হয়নি, বরং এটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করবে এবং অন্যান্য সব ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হবে। কাশ্ফে জেরুয়ালেম গমন দিয়ে এও ব্যক্ত হতে পারে যে তাঁকে (সাঃ) সেই অঞ্চলের অধিপত্য দান করা হবে যেখানে জেরুয়ালেম অবস্থিত। এ ভবিষ্যদ্বাণী হ্যরত উমর (রাঃ) এর খিলাফতের সময় পূর্ণ হয়েছিল। এ কাশ্ফ দিয়ে ভবিষ্যতে কোন দূরবর্তী দেশে মহানবী (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক সফরের ইঙ্গিতক্রপণেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এর অর্থ যখন আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধকার সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে তখন নবী করীম (সাঃ) এর কোন অনুগামীর মাঝে তাঁরই আধ্যাত্মিকরূপে তাঁর দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটবে-তাঁর প্রথম আবির্ভাবের ঘটনাস্থল থেকে বহু দূরের কোন অঞ্চলে। মহানবী (সাঃ) এর এই দ্বিতীয় রহনী আবির্ভাব প্রসঙ্গে সুরা জুমুআরা ৩-৪ আয়াতে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

★ [কুরআন শরীফে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর দু'টি আধ্যাত্মিক সফরের উল্লেখ রয়েছে। একটিকে 'ইস্রাও' আর অপরটিকে 'মে'রাজ' বলা হয়। 'ইস্রাও'-র সফরে তাঁকে প্যালেষ্টাইনের 'বাযতুল মুকাদ্দাস' দেখানো হয়েছিল। এতে তাঁর প্যালেষ্টাইনে দৈত্যিক সফর প্রয়াণিত হয় না বরং এতে তাঁর আধ্যাত্মিক সফর বুঝানো হয়েছে। তাই এক ব্যক্তি প্যালেষ্টাইনের অমুক ভবনের আকৃতি কী রকম জানতে চাইলে হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী সেই মুহূর্তে মহানবী (সাঃ) এর চোখের সামনে সেই ভবনের দৃশ্য তুলে ধরা হয় আর তিনি (সাঃ) সেই দৃশ্য দেখে দেখে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী 'লাভা কাম্যানী কুরাইশ কুমতু ফিল হিজরে ফা জালাল্লাহ লী বায়তান মাকান্দিস ফাতফিকতু উখবিরুল্লম আন আয়াতিহি ওয়া আনা আনযুরু ইলাহি (বুখারী কিতাবুত তফসীর, সুরা বনী ইসরাইল)।

(হ্যরত খলিফাতুল মসাইহ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টাকা প্রষ্টব্য।)]

وَأَتَيْنَا مُؤْسِى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هَدًى  
رَبِّنِي إِشْرَاعِي لَا تَتَخَذُوا مِنْ دُونِي  
وَكِيلًا<sup>১</sup>

دُرِّيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَهْرَهَ كَانَ عَبْدًا  
شَكُورًا<sup>২</sup>

وَقَضَيْنَا إِلَى بَرِّنِي إِشْرَاعِي فِي الْكِتَابِ  
لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَمُنَّ  
عُلُوًّا كَبِيرًا<sup>৩</sup>

★ ৬। অতএব দুটি প্রতিশ্রুতির প্রথমটি<sup>১৫৯৩</sup> পূর্ণ হবার সময় যখন এল তখন আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বান্দাকে পাঠালাম যারা (ধৰ্মসংজ্ঞ চালিয়ে) জনবসতির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো। আর এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া (তো) অবধারিত ছিল।

৭। এরপর আমরা আবারো তাদের ওপর তোমাদেরকে বিজয় দান করলাম এবং আমরা ধনসম্পদ ও সন্তানসন্তির মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করলাম আর আমরা তোমাদেরকে (আগের চেয়ে)<sup>১৫৯৪</sup> এক বড় জনগোষ্ঠীতে পরিণত করলাম।

فَإِذَا جَاءَهُ وَعْدٌ أُولُّهُمَّا بَعْثَنَا عَلَيْكُمْ  
عِبَادًا لَّنَا أُولَئِي بَأْسٍ شَدِيدٌ فَجَاءَ سُؤْلًا  
خَلَلَ الرَّتَابَارِدَ وَكَانَ وَعْدًا مَفْحُوًّا<sup>①</sup>

شَمَّ رَدَدْتَ لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ  
آمَدَتْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ  
آكَلَنَرَقِيرًا<sup>②</sup>

১৫৯২। হযরত মূসা (আঃ) এর কিতাবে (দ্বিতীয় বিবরণ-২৮:১৫, ৪৯-৫৩, ৬৩-৬৪ এবং ৩০:১৫) ইসরাইল জাতি কর্তৃক দুবার সীমালঙ্ঘন করার কথা বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা অশ্঵ীকার করেছিল তারা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) কর্তৃক দুবার অভিশপ্ত হয়েছিল (৫:৭৯)। ফলে দুবারই তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৫৯৩। হযরত দাউদ (আঃ) এর পরে ইসরাইল জাতিকেও প্রথমে দৈব দুর্বিপাক গ্রাস করেছিল এবং দ্বিতীয়বার তাদের ওপর শাস্তি এসেছিল হযরত ঈসা (আঃ) এর পরে। বাইবেল থেকে প্রতীয়মান হয়, ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ) এর পরে খুবই শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। দাউদ (আঃ) এর সময়ে তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেও তারা ক্ষমতা ও শৌরবে উন্নতি করতে থাকে। পরবর্তীকালে এ রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে অবনতির শিকারে পরিণত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব ৭৩০ অন্দে সামারিয়া বিজিত হয় অ্যসিরিয়ানদের দ্বারা, যারা জেরামিলের উত্তর অংশের ইহুদী রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ দখল করে নেয়। খৃষ্টপূর্ব ৬০৮ সালে ফেরাউন নিকো এর মিশরীয় সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্যালেস্টাইন লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয় এবং ইসরাইলীরা মিশরীয় শাসনাধীনে চলে যায় (যিউ এনসাইক, ষষ্ঠ খন্দ, পঃ: ৬৬৫)। তাদের পার্থিব শক্তির ক্ষয়, তাদের ধৰ্মসংজ্ঞ এবং তাদের উৎসাদন কোন কিছুই তাদেরকে তাদের সংশোধনের জন্য প্রযুক্ত করতে পারেনি। তাদের অতীতের শয়তানী দ্বিয়াকলাপে তারা লেগেই ছিল। আগ্নাত তাআলার ক্রোধাগ্নি প্রায় আসন্ন হওয়ায় বনী ইসরাইলকে তাদের পাপাচার ত্যাগ করার জন্য যিরমিয় নবী সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তারা এ নবীর সতর্কবাণীর প্রতি কর্পণাত করেনি। জেহোয়াকিম এর শাসনকালে ব্যাবিলনের নেবুখদনিশ্সরের প্রথম আক্রমণে মিশরীয়দেরকে পরাজিত করে প্যালেস্টাইন দখল করে এবং অনেক ধর্মগ্রাণ গুণী ব্যক্তিকে ও ধনসম্পদ সঙ্গে করে নিয়ে যায়, কিন্তু শহরটিকে বিজয়াক্রমণের ধৰ্মসঙ্গীলা থেকে অব্যাহতি দেয়। খৃষ্টপূর্ব ১৯৭ সালেও প্যালেস্টাইন অবরুদ্ধ হয় এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। সিদ্বিয়ার বিদ্রোহীরা নেবুখদনিশ্সরের সাহায্যে প্যালেস্টাইন দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে এবং অবরোধের দেড় বছর পরে আকস্মিক প্রচণ্ড আক্রমণে শহরটি দখল করে নেয়। রাজা সিদ্বিয়া শহর ছেড়ে পলায়ন করে। কিন্তু তাকে বন্দী করা হয়। তার পুত্রদের হত্যা করা হয় এবং তার চোখ উৎপাটিত করা হয় এবং বেড়ি লাগিয়ে তাকে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হয়। ধর্মশালা, রাজপ্রাসাদ এবং শহরের বৃহৎ অট্টালিকাগুলোকে ভস্মীভূত করা হয়, প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য নেতৃত্বান্বিত লোকদেরকে হত্যা করা হয় এবং বহু সংখ্যক লোককে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয় ('জেরুয়ালেম' অধ্যায়ের অধীন যিউ এনসাইক, ষষ্ঠ খন্দ, ৬৫৫ পঃ: এবং ৭ম খন্দ ১২২ পঃ)।

১৫৯৪। নির্বাসনে ইহুদীরা উন্নতি করতে থাকে। তাদের অধিকাংশকে কেন্দ্রীয় ব্যাবিলনিয়াতে জাতীয় কাজে নিয়োগ করা হলো এবং তাদের অনেকেই পরিণামে স্বাধীনতা অর্জন করলো এবং মর্যাদাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলো। তাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুরাগ পুনর্জীবিত হলো, ইতিহাস থেকে জ্ঞানার্জন করলো, তা পুনঃ সম্পাদনা করলো এবং জাতীয় পুনর্জীবনের উপযোগী করে রচনা করলো এবং প্যালেস্টাইন পুনরুদ্ধারের আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ ও প্রচার করতে লাগলো। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৫৪৫ সালে তাদের এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো নিশ্চিতরূপ পরিগ্রহ করলো। ইহুদীরা মিদিয়া ও পারশ্য সম্রাট সাইরাস (Cyrus) এর সাথে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করলো এবং তাকে ব্যাবিলন জয় করতে সাহায্য করলো। নগরবাসীরা বিনা বাধায় খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯ সালের জুলাই মাসে আস্তসম্পর্ণ করলো। ইহুদীদের এ কাজের পুরক্ষাস্বরূপ সম্রাট সাইরাস তাদের জেরুয়ালেমে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিলেন এবং তাদের ধর্মীয় ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণ করার জন্য সাহায্য করলেন (হিস্তেরিয়ানস্ হিস্তেরি অব দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খন্দ, ১২৬ পঃ; যিউ এনসাইকো, ৭ম খন্দ, 'জেরুয়ালেম' অধ্যায়, এনসাইক বিব 'সাইরাস' অধ্যায় এবং ২-বংশাবলী-৩৬:২২-২৩)। জুডিয়া শেশ্বাজার (সাইরাসের অধীনস্থ শাসনকর্তা) সেইসব সম্পদ মন্দিরের ধর্ম্যাজকের কাছে ফিরিয়ে দিল যা নেবুখদনিশ্সর নিয়ে গিয়েছিল এবং রাজকোষের খরচে সব কিছু পুনঃস্থাপনের কাজ করে দিল। নির্বাসিতদের এক বৃহৎ দল জেরুয়ালেমে প্রত্যাবর্তন করলো (ইস্রা-১:৩-৫)। ইবাদতখানা পুনর্নির্মাণের কাজ নিয়মিত এগিয়ে চললো এবং তা খৃষ্টপূর্ব ৫১৬ সালে সম্পূর্ণ হলো। এ সব ঘটনা এবং ইহুদীদের প্রত্যাবর্তী উন্নতি সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই আয়াতে বলা হয়েছে এবং এ সব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বেই এগুলো সম্পর্কে হযরত মূসা (আঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-৩০:১-৫)।

★ ৮। \*তোমরা সদাচরণ করলে তোমরা নিজেদের কল্যাণ সাধন করবে এবং তোমরা অসদাচরণ করলে তা তোমাদের (নিজেদেরই) বিরুদ্ধে যাবে। অতএব পরবর্তী যুগের প্রতিশ্রুত সময় যখন আসবে তখন তারা তোমাদের লাঞ্ছিত<sup>১৫৯৪-ক</sup> করবে এবং তারা ঠিক সেভাবেই মসজিদে প্রবেশ করবে যেভাবে সেখানে তারা প্রথমবার করেছিল এবং যা কিছুর ওপরই<sup>১৫৯৫</sup> তারা বিজয় লাভ করবে তা (তারা) সম্পূর্ণরূপে ছারখার করে দিবে।

إِنَّ أَخْسَنَنَا مَا حَسَنَتُمْ لَا تُنْفِسْكُمْ شَرًّا  
إِنَّ أَسَأَنَا مَا فَلَّهَا ، فَإِذَا جَاءَهُ وَغَدَ  
الْآخِرَةَ لِيَسْوَءُ أُجُوهُهُكُمْ وَلَيَذْهُلُوا  
الْمَشْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ  
لِيُشَتَّرُوا مَا عَلَوْا تَشْبِيرًا

৯। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের প্রতি হয়ত দয়া দেখাবেন। কিন্তু তোমরা (অসদাচরণের) পুনরাবৃত্তি করলে আমরাও (শাস্তির) পুনরাবৃত্তি করবো। আর জাহানামকে আমরা কাফিরদের জন্য পরিবেষ্টনকারী করে বানিয়েছি।★

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ جَوَابِ إِنْ عَدْتُمْ  
عُذْتَمْ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكُفَّارِ إِنْ حَصِيرًا<sup>(১)</sup>

১০। নিশ্চয়<sup>\*</sup> এ কুরআন সে (পথে) পরিচালিত করে যা সবচেয়ে অধিক স্থায়ী এবং যারা সৎকাজ করে সেইসব মু'মিনকে (এটি) এক মহা প্রতিদানেরও<sup>১৫৯৬</sup> সুসংবাদ দেয়।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّّهِيْ هِيَ آفَوْمُ وَ  
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّلِيْخَتَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَكِيرًا<sup>(১)</sup>

দেখুনঃ ক. ৪১২৪-১২৫; ৬১৬১; ২৮৩৮৫; ৪১৪৭; ৯৯৪-৯; খ. ১২৪১১২; ১৬৪১০৩; ১৮৪৩।

১৫৯৪-ক। এর এই অর্থও হয় : 'তারা তোমাদের নেতাদেরকে অপমানিত করতে পারে।' 'উজুহন' অর্থ নেতৃবৃন্দ (লেইন)। ১৫৯৫। এ আয়াতে বনী ইসরাইল জাতির দ্বিতীয়বার পূর্ববর্তী পাপাচারের কুঅভ্যাসে পুনরায় লিঙ্গ হওয়া এবং এর ফলে তাদের ওপর নিপত্তি আয়াব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ) এর ওপর নির্যাতন করেছিল এবং তাঁকে ক্রুশবিন্দ করে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং তাঁর প্রচার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। অতএব আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আয়াব দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত করেছিলেন যখন টাইটাসের রোমান সৈন্যবাহিনী ৭০ খ্রিস্টাব্দে তাদেরকে দেশব্যাপী বিধ্বস্ত করেছিল। তীব্র ঘৃণা ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে জেরুয়ালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং হযরত সুলায়মান (আঃ) এর ইবাদতখানা ভূমিকৃত করা হয়েছিল (এনসাইক, বিব, এর 'জেরুয়ালেম' অধ্যায়)। এ আকস্মিক দুর্ঘটনা যখন ঘটেছিল তখনো হযরত ঈসা (আঃ) কাশীরে বসাবাস করছিলেন। এরও উল্লেখ আছে হযরত মুসা (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীতে (দ্বিতীয়-৩২৪১৮-২৬)। বাইবেলে যেখানে প্রথম শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, দ্বিতীয় আয়াব সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী এর পরেই লিপিবদ্ধ রয়েছে (দ্বিতীয়-২৮ অধ্যায়)। ভবিষ্যদ্বাণীর পরে এরও উল্লেখ রয়েছে যে ইহুদী জাতি জেরুয়ালেমে প্রত্যাবর্তন করবে (দ্বিতীয়-৩০৪১-৫)। এতে প্রমাণিত হচ্ছে, এ ভবিষ্যদ্বাণী (দ্বিতীয়-৩২৪১৮-২৬) দ্বিতীয় আয়াবের প্রতি নির্দেশ করছে, যার প্রতি কুরআন মজীদে ইঙ্গিত রয়েছে, যথাঃ 'অবশাই তোমরা দেশে দু'বার বিশ্বালো সৃষ্টি করবে' (১৭৫)। এ আয়াতে মুসলমানদের জন্য এই সতর্কতার সঙ্কেত নিহিত রয়েছে যে তারা যদি অসৎ পথ পরিয়াগ না করে তবে ইহুদীদের মতো তারাও দু'বার শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু সময়ের সঙ্কেত হতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং অসদাচরণ থেকে বিরত না হওয়ার দরবন তারা প্রথম আয়াবে পতিত হয়েছিল ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে যখন বাগদাদের পতন ঘটেছিল। হালাকু খাঁর বর্বর তাতার যায়াবরদল মুসলমানদের ক্ষমতা ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল বাগদাদ সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং ১৮ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করেছিল। যা হোক এ ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে ইসলাম বিজয়ীরূপে প্রকাশ লাভ করেছিল তখন যখন বিজয়ীগণ কালক্রমে প্রার্জিত হলো। হালাকুর পৌত্র (গজন খান) মোগল ও তাতার বাহিনীর এক বিরাট দলসহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় আয়াব আধুরী যমানাতে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত।

★ [৫ থেকে ৯ আয়াতে বলা হয়েছে, অমোgh নিয়াতি অনুযায়ী বনী ইসরাইল অত্যাচারের সব সীমা ছাড়িয়ে গেলে বেবিলনের স্মার্ট নবুখদিনিসর তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে জয়লাভ করে। স্মার্টের সেনাদল তাদের জনপদের সব স্থানে প্রবেশ করে ধ্বংসজ্ঞ চালিয়ে তাদের হয় বিপর্যস্ত করে দেয় নয় তো দেশোভূতি হয়ে তাদের জীবন বক্ষা করতে বাধ্য করে। এরপর আল্লাহ

★ চিহ্নিত টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৫৯৬ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১। [১১] আর (এ কুরআন আরো বলে) \*যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের জন্য আমরা এক যন্ত্রণাদায়ক আ্যাব প্রস্তুত করে রেখেছি।

১২। আর \*মানুষ অকল্যাণকে এমনভাবে কামনা করে যেন সে কল্যাণ কামনা করছে<sup>১৫৭</sup>। আর মানুষ বড়ই তাড়াভাঙ্গাপ্রবণ।

১৩। আর \*আমরা রাত ও দিনকে দুঁটি নির্দশন বানিয়েছি। আর রাতের নির্দশনকে মুছে দেই (এবং এটিকে দিনে বদলে দেই) আর আমরা দিনের নির্দশনকে আলোকোজ্জ্বল করি যাতে করে তোমরা (তোমাদের) প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং \*বছর গণনা ও হিসাব (বিজ্ঞান) শিখতে পার। আর<sup>১৫৮</sup> আমরা প্রতিটি বিষয় বিষদভাবে বর্ণনা করেছি।

১৪। আর আমরা প্রত্যেক মানুষের ‘আমলনামা’ \*তার ঘাড়ে বেঁধে দিয়েছি<sup>১৫৯</sup>। আর কিয়ামত দিবসে এটিকে আমরা তার জন্য এমন এক পুস্তকাকারে বের করে আনবো, যা সে একেবারে খোলা অবস্থায় দেখতে পাবে।

দেখুনঃ ক. ১৬:২৩; ২৭:৫; ৩৪:৯; খ. ১০:১২; গ. ৩৬:৩৮; ৪০:৬২, ৪১:৩৮; ঘ. ১০:৬; ঙ. ৪৫:২৯; ৮৩:৭-১০।

তাআলা বনী ইসরাইলকে পুনরায় প্যালেস্টাইনে বিজয় দানের মাধ্যমে ধন ও জনবলে তাদের স্মৃদ্ধি দান করলেন। আর তিনি তাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, তোমরা সদাচরণ করলে তা তোমাদের পক্ষেই যাবে। আর তোমরা পূর্ববর্তী অসদাচরণের পুনরাবৃত্তি করলে এর কুফলও তোমরাই ভোগ করবে। প্যালেস্টাইনে বসবাসরত মুসলমানদের অপকর্মের কারণে ইহুদীদের শেষযুগে প্যালেস্টাইনে তাদেরকে পুনরায় বিজয় দান করা হবে। এক্ষেত্রে ইহুদীদের আবার পরীক্ষায় ফেলা হবে। তারা বিজিত অঞ্চলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করলে তাদের এ বিজয় দীর্ঘস্থায়ী হবে। পক্ষান্তরে অন্যায় অত্যাচার অব্যাহত রাখলে মুসলিম কোন শক্তি তাদের পরাজিত করবে না বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর অমোঘ বিধান অনুযায়ী এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যার কারণে পরাশক্তিগুলো তাদের আর সমর্থন দিবে না। হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উদ্বৃত্তে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৫৯:৬। আপন অনুসারীদের জন্য কুরআন করীম যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করেছে তা পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আদর্শ থেকে অধিকতর উদার এবং ভয় ও শ্রদ্ধার উদ্বেককারী, মহিয়ান ও শ্রেষ্ঠ এবং তা খাঁটি মান্যকারীদেরকে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় প্রকার কল্যাণে ভূষিত ও মহিমান্বিত করার প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। অতএব মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে সেই মহোত্তম লক্ষ্যে পৌছতে সব ধরনের চেষ্টা করা এবং শিথিলতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বিরোধী জীবন ধাপন থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং প্রতিক্রিয়া ত্রৈয়ী অনুগ্রহ ও কল্যাণপ্রাপ্তির জন্য নিজেদেরকে সব সময় উপযুক্ত বলে প্রমাণ করা।

১৫৯:৭। এ আরবী বাচনভঙ্গী এখানে ব্যক্ত করেছে, মানুষের এমনই অবস্থা যে মুখের কথায় সে কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করে বটে, কিন্তু প্রাকৃতপক্ষে অসৎ কর্ম দিয়ে সে তাঁর অসন্তুষ্টি ও আ্যাব আকর্ষণ করে। তার কর্ম তার কথাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্থ করে। এ আয়াতের অর্থ এরপও করা যেতে পারে, মানুষ অকল্যাণকে তেমনিভাবে দেকে আমে যেমন করে কল্যাণকে তার দেকে আমা উচিত। উভয় প্রকার অনুবাদই এই ভাবার্থ প্রকাশ করে। যখন কোন জাতি বা ব্যক্তি পার্থিব দিক থেকে সম্পদশালী, ক্ষমতাশালী এবং প্রতাপশালী হয়ে ওঠে তখন তারা নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলাপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং এ অবস্থাধীনে ক্ষমতা ও প্রতাপের দিনগুলোতেই তারা নিজেদের পতন ও মৃত্যুর ভিত্তি রচনা করে। আয়াতের ব্যাখ্যা এরপও হতে পারে, মানুষ মন্দ ও অমঙ্গলকে সেরূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আগ্রহের সাথে নিজের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে যেরূপে আল্লাহ তাআলা তাকে শুভ ও মঙ্গলের দিকে আহ্বান করার ক্রিয়াকে আল্লাহ তাআলার প্রতি আরোপ করতে হবে।

১৫৯:৮ ও ১৫৯:৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأَنَّ الَّذِينَ كَمْ يُؤْمِنُونَ بِإِلَهٍ خَرَةٍ  
أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا<sup>১৬</sup>

وَيَذْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ  
بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَخْرَى إِنْسَانٍ عَجْوَلًا<sup>১৭</sup>

وَجَعَلْنَا إِلَيْلَ وَالنَّهَارَ رَأْيَتِينِ فَمَكَوْنَاتِ  
أَيَّةَ الْيَلِ وَجَعَلْنَا أَيَّةَ النَّهَارِ مُبِعْرَةً  
لِتَبْتَغُوا فَصَلَامٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا  
عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَمَعْلَمَ شَيْءٍ  
فَقَلَنْنَاهُ تَفْصِيلًا<sup>১৮</sup>

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَيْرَةً فِي عُنْقِهِ  
وَنُخْرِجُهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتْبًا يَلْقَهُ  
مَثْسُورًا<sup>১৯</sup>

১৫। (আর তাকে বলা হবে,) <sup>كُن</sup>নিজের পুত্রক পড়ে দেখ।  
আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নেয়ার জন্য যথেষ্ট।'

১৬। <sup>كُن</sup>যে হেদায়াত গ্রহণ করে সে তা নিজের কল্যাণের জন্যই  
করে। আর যে বিপথগামী হয় সে তার নিজের অকল্যাণের<sup>১৬০০</sup>  
জন্যেই বিপথগামী হয়ে থাকে। আর <sup>كُن</sup>কোন বোৰা  
বহনকারী<sup>১৬০১</sup> অন্য কারো বোৰা বহন করবে না। আর  
<sup>كُن</sup>আমরা কোন রসূল না পাঠিয়ে কখনো আযাব দেই না<sup>১৬০২</sup>।

★ ১৭। আর <sup>كُن</sup>আমরা যখন কোন জনপদকে<sup>১৬০৩</sup> ধ্বংস করতে চাই  
তখন আমরা এর সচল লোকদেরকে (তাদের খেয়াল খুশীমত  
চলার) অনুমতি দেই। তখন এ (জনপদের) ক্ষেত্রে দভাদেশ  
প্রযোজ্য না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে সব ধরনের পাপে লিপ্ত  
থাকে। এরপর আমরা এটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই।

১৮। আর <sup>كُن</sup>নৃহের পর আমরা কত প্রজন্মকেই ধ্বংস করেছি!  
আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের পাপের খবরাখবর  
রাখার ক্ষেত্রে (এবং) পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট।

১৯। <sup>كُن</sup>যে কেবল ইহজীবনের আকাঙ্ক্ষা করে আমরা (এ  
ধরনের লোকের মাঝ থেকে) যার জন্য যতটুকু চাই তাকে এ  
জীবনেই তা শীঘ্ৰ দিয়ে দেই। এরপর তার জন্য আমরা যে  
জাহানাম তৈরী করে রেখেছি এতে সে লাঞ্ছিত (ও) ধিক্ত  
অবস্থায় প্রবেশ করবে।

দেখুন : ক. ১৭৪৭২; ৪৫৩০; ৫৯৪২০, ২৬, ২৭; খ. ১০৪১০৯; ৩৯৪৪২; গ. ৬৪১৬৫; ৩৫১১৯; ৩৯৪৪; ৫৩৩৯; ঘ. ২৮৪৬০; ঙ. ২২৪৪৬; ২৪৪৫৯  
; চ. ২১৪১২; ৬৫৪৯; ছ. ৩৪১৪৬; ৪২৪২১।

১৫৯৮। রাত এবং দিন উভয়ের মাঝেই মানুষের জন্য উপকার এবং সুবিধা রয়েছে। কিন্তু রাতের উপকার সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট এবং দিনের  
উপকার ও সুবিধা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য। এছাড়া দিন এবং রাতের পালাক্রমে আগমনের প্রাক্তিক ইন্দ্রিয়গাহ বিষয়গুলো বছরের দিনপঞ্জী  
স্থির করতে সাহায্য করে। এ ঘটমান বিষয়াবলী মানুষকে গণিত বিজ্ঞানেও উন্নতি সাধনে পরিচালিত করে।

১৫৯৯। মানুষের আমলনামাকে ঘাড়ে বেঁধে দেয়ার অর্থ : তার কর্ম এবং তার ফল তাকে আঁকড়ে রাখে যতদিন সে জীবিত থাকে।  
'তায়ের' অর্থ পাখি। এর মর্ম হচ্ছে অভ্যাসগত কর্ম (আকরাব)। মানবকে শ্রবণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, আমল বা কৃতকর্ম কখনো বিনাশ  
হয় না এবং এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, এমনকি মানব-চক্রের অন্তরালে লুকায়িত থাকলেও তা গ্রীবালগ্ন হয়ে থাকে এবং একে মুছে  
ফেলা অসম্ভব। আয়তের ব্যাখ্যা এও হতে পারে, মানুষ বহির্গত থেকে শুভ-অঙ্গের সূচনা করে। পক্ষান্তরে শুভ ও অঙ্গের পূর্বলক্ষণ  
তার অন্তর্জগৎ থেকে সৃষ্টি হয় যা অবিচ্ছেদ্যভাবে তার গ্রীবা সংলগ্ন হয়ে থাকে।

১৬০০। আযাব বা শাস্তি বাইরে থেকে আসে না, বরং মানুষের নিজের অভ্যন্তর থেকেই জন্ম নেয়। জাহানামের আযাব এবং জাহানাতের  
পুরক্ষার প্রকৃতপক্ষে মানবের ইহলোকে নিজের কৃত ভাল ও মন্দ কাজের সমষ্টিগত মূর্ত্তপ্রকাশ ও প্রতিরূপ। এরপে মানুষ ইহকালে নিজেই  
নিজের ভাগ্যের রচয়িতা এবং পরকালে সে স্বয়ং, বলা যেতে পারে, নিজেই নিজের পুরক্ষারদাতা বা শাস্তিদাতা।

১৬০১। প্রত্যেককেই নিজের শাস্তি এবং দুঃখদুর্দশা নিজেকেই বহন করতে হবে। কারো বদলিস্বরূপ শাস্তি বা ত্যাগ কারো কোন উপকারে  
আসবে না। এ আয়ত খৃষ্টানদের প্রায়চিত্তবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।

إِنَّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِيرِهِ  
مَنْ صَلَّى فِي أَنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا تَرْزُقُ  
وَالْأَرْزَاقُ وَذَرْأُ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا<sup>১৫</sup>

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِيرِهِ  
مَنْ صَلَّى فِي أَنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا تَرْزُقُ  
وَالْأَرْزَاقُ وَذَرْأُ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ  
حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا<sup>১৬</sup>

وَإِذَا آتَدْنَا أَنَّ شَمِيلَتْ قَرْيَةً أَمْرَنَا  
مُشَرِّفَيْهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَعَلَّقَ عَلَيْهَا  
الْقَوْلُ فَمَنْهَا تَذَمِّرًا<sup>১৭</sup>

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوفِ مِنْ بَغْرُونِجِ وَ  
كَفَ يَرِتِكَ بِذُئْبُرِ عَبَّاجِ وَخَبِيرِ  
بَصِيرًا<sup>১৮</sup>

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ  
فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ شَمَّ جَعَلْنَا  
لَهُ جَهَنَّمَ وَيَضْلِلُهَا مَذْمُومًا  
مَذْحُورًا<sup>১৯</sup>

২০। \*আর মু'মিন হওয়া অবস্থায় যে পরকালের কল্যাণ চায় এবং এর<sup>১৬০৪</sup> জন্য যথোচিত চেষ্টা করে (সে ক্ষেত্রে মনে রেখো) এদেরই চেষ্টাগ্রচেষ্টার কদর করা হবে।

২১। আমরা এদের (অর্থাৎ ধার্মিকদের) এবং তাদের (অর্থাৎ দুনিয়াদারদের) সবাইকে তোমার<sup>১৬০৫</sup> প্রভু-প্রতিপালকের দান থেকে সাহায্য করে থাকি। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দান (কোন গোষ্ঠীর জন্য) সীমাবদ্ধ নয়।

২২। দেখ! আমরা কিভাবে (জাগতিক সম্পদের দিক থেকে) তাদের কোন কোন লোককে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর মর্যাদা (লাভের) দিক থেকে \*পরকালের (জীবন) অবশ্যই অনেক বড় এবং উৎকর্ষ (লাভের) দিক থেকেও অনেক বড়।

২৩। তুমি \*আল্লাহর<sup>১৬০৬</sup> সাথে অন্য কোন উপাস্য দাঁড় করাবে না। অন্যথা তুমি লাঞ্ছিত (ও) পরিত্যক্ত হয়ে পড়বে।

★ ২৪। \*আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং \*পিতামাতার সাথে সম্বুদ্ধ করার তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন। তোমার (জীবন্দশায়) তাদের একজন বা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হলে তুমি তাদের উদ্দেশ্যে

وَمَنْ أَرَا دُلْخَرَةَ وَسَنِي لَهَا سَخِيمَةً  
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ عَانَ سَخِيمُهُمْ  
مَشْكُورًا<sup>(১)</sup>

كُلُّ نِعْمَةٍ هُوَ لَاءٌ وَهُوَ لَاءٌ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ  
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا<sup>(২)</sup>

أَنْظُرْ كَيْفَ فَصَلَّتْ بَخْضَهُمْ عَلَى بَعْضِهِ  
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا<sup>(৩)</sup>

لَا تَجْعَلْ مَمْ مَلِلْ إِلَهًا أَخَرَ فَتَقْتَلُ  
مَذْمُومًا مَمْحُوذًا<sup>(৪)</sup>

وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا رَبِّيَّا  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا دِإِمَّا يَبْلُغُنَّ  
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْمَمَا فَلَا

দেখুন : ক. ৩৪১৪৬; ৪২১২১; খ. ৬৪৩৩; ১২৪৫৮; ১৬৪৪২; গ. ১৭৪৪০; ২৬১২১৪; ২৮৪৮৯; ঘ. ২৪৪৮; ৪৩৭; ১২৪৪১; ৪১৪১৫; ঙ. ৬৪১৫২; ২৯৪৯; ৩১১৫; ৪৬১১৬।

১৬০২। আমাদের বর্তমান মুগে পৃথিবী একের পর এক পুনঃ পুনঃ নজীরবিহীন তয়াবহ প্লেগ-মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প ও অন্যান্য দৈর দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে চলেছে এবং মানবজীবনকে তিক্তায় দুর্বিহ করে তুলেছে। এসব চরম দুর্দশা এবং সর্বনাশা বিপর্যয় পৃথিবীতে নেমে আসার পূর্বে আল্লাহ-তাআলা নিশ্চয়ই কোন সর্তর্কারী প্রেরণ করেছেন।

১৬০৩। 'কারইয়াতান' অর্থ জনপদ, শহর। এখানে 'কারইয়া' মানে নগর জননী বা রাজধানী শহর অর্থাৎ যে শহরকে কেন্দ্র করে জাতীয় কৃষ্টি, রাজনীতি ইত্যাদি অন্যান্য শহরগুলোতে বিস্তার লাভ করে।

১৬০৪। 'এর' সর্বনামটি পরকালকে ইঙ্গিত করেছে এবং এর অর্থ হলো কেবল সেইসব প্রচেষ্টা, যা পরকালের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। তা-ই প্রকৃতপক্ষে ফলপ্রসূ হবে।

১৬০৫। ঐশী সাহায্য দু'প্রকার হয়ে থাকে : (১) সাধারণ সাহায্য যার ফলে মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু ইত্যাদি সব মানুষের সব ধরনের সুকর্মের ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্মের পরিধি ও প্রসার অনুযায়ী ফল লাভ করে, (২) আল্লাহ-তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ এবং বিপদে সাহায্য, যা আধ্যাত্মিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কেবলমাত্র আল্লাহর প্রকৃত বাদকেই তা দান করা হয়ে থাকে, অবিশ্বাসীদেরকে নয়।

১৬০৬। 'শির্ক' (আল্লাহ-তাআলার সাথে মিথ্যা উপাস্যকে শরীর করা) করলে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন ঘটে। শির্কে ঢুবে যাওয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায় প্রকৃত নৈতিক বা জাগতিক উন্নতি সাধন করেছে বলে জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে সব অঙ্গের উৎপত্তি হয় শির্ক থেকে।

১৬০৭। এ আয়াত দ্বারা সেসব নিয়মনীতি এবং আচরণবিধি সূচিত হয়েছে যা মেনে চললে জনগোষ্ঠী তাদের সংগঠনে বিশুদ্ধতা বা অখততা অঙ্গুল রাখতে পারে এবং বিছিন্নতা বিভক্তি এবং অবক্ষয় থেকে সংগঠনকে নিরাপদ রাখতে পারে। আল্লাহ-তাআলার একত্রে বিশ্বাসকে গৌরবের স্থান দেয়া হয় এবং শির্ককে নিরাপদ স্থান। কিন্তু আল্লাহ-তাআলার একত্রে বিশ্বাস হলো সেই বীজ যা থেকে সব নৈতিক উৎকর্ষের জন্ম হয় এবং যার অভাব সব পাপের মূল। এটাই অর্থাৎ তওহাদের উপর সৈমানই হচ্ছে প্রাকৃতিক বিধান এবং শরীয়তের বিধান-উভয়ের বুনিয়াদ। ঐশী বিধানের নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ-তাআলার একত্রাদ বা তওহাদের বিশ্বাসের উপর। কারণ যদি ধরে নেয়া হয় যে একের অধিক সুষ্ঠিকর্তা বা খোদা আছেন তাহলে একাধিক প্রাকৃতিক বিধান অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে।

একক প্রাকৃতিক নিয়মের অভাবে বিজ্ঞানে সব ক্রমোন্নতি অচল হয়ে যাবে। কারণ বিজ্ঞানের সব ধরনের আবিষ্কার ও উন্নয়ন এ বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল যে এক নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নিয়মনীতি সুসমর্পিতভাবে সারা বিশ্বকে পরিবেষ্টন করে আছে। এ আয়াতের দ্বিতীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ মানবের নৈতিক আচরণ সম্পর্কে। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত বাধ্যবাধকতা এর অতি জরুরী অংশ। কারণ পিতামাতাই সর্বপ্রথম মানুষের মনোযোগ আল্লাহর প্রতি পরিচালিত করে এবং পিতামাতার চরিত্র দর্শনে ঐশী গুণাবলী প্রতিবিস্তি হয়

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(বিরক্তিসূচক) ‘উহ’-ও<sup>১৬০৮</sup> বলো না এবং তাদেরকে বকায়কা করো না, বরং তাদের সাথে সদা বিন্দু (ও) সম্মানসূচক কথা বলো।

২৫। আর তুমি মমতাভরে তাদের উভয়ের ওপর বিনয়ের ডানা মেলে ধর। আর (দোয়ার সময়) বলবে, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি সেভাবে দয়া কর<sup>১৬০৯</sup> যেভাবে শৈশবে তারা আমায় লালনপালন করেছিল।’

২৬। তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তা সবচেয়ে ভাল জানেন। তোমরা সৎকর্মশীল হলে (জেনে রেখো) তাঁর সমাপ্তে সদা বিনত বান্দাদের প্রতি তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল।

২৭। <sup>‘</sup>আর তুমি নিকটাত্ত্বায়কে তার পাওনা দিয়ে দিও এবং অভাবী ও পথিককেও (দান করো) এবং কোন রকম অপব্যয় করো না।

২৮। <sup>‘</sup>নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ<sup>১৬১০</sup>।

২৯। আর তুমি যদি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রত্যাশিত কোন বিশেষ কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে (অর্থাৎ নিকটাত্ত্বায়দেরকে) এড়িয়ে চল তবুও <sup>‘</sup>তাদের সাথে ন্যূনতাবে কথা<sup>১৬১১</sup> বলো।

দেখুন : ক. ১৪৪২; ৪৬১৬; ৭১৪২৯; খ. ১৬৪১১; ৩০৪৩৯; গ. ৬৪১৪২; ৭৪৩২; ২৫৪৬৮; ঘ. ৯৩৪১০-১১

এবং দর্পণ অনুযায়ী চেহারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু যেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত নির্দেশ নাবোধক, সেক্ষেত্রে পিতামাতা সম্পর্কিত আদেশ ইঁবোধক। তাই মানুষকে বলা হয়েছে, যেহেতু তার পক্ষে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহার্জির প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়, সেহেতু সে যেন অন্তপক্ষে শিরীক থেকে বিরত থাকে এবং যেহেতু পিতামাতার ক্ষেত্রে তাদের মেহতালবাসার প্রতিদান দিতে সে অনেকাংশে সক্ষম, সেহেতু তাদের প্রতি উদার ও মেহশীল হওয়ার জন্য তাকে স্পষ্টরূপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ১৬০৮। আরবী ভাষায় ‘উফ’ মুখের কথা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ বুঝায় এবং ‘নাহর’ শব্দ আচরণ বা কাজের মাধ্যমে বিরাগ প্রকাশ বুঝায়। উভয় শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বর্তমান আয়াতের মর্ম হচ্ছে, পিতামাতার সাথে নিদিয় ব্যবহার করা তো দূরের কথা, কর্কশ এবং রূক্ষভাবে কথা বলাও করো উচিত নয়।

১৬০৯। সুন্দর উপমার পুনরাবৃত্তি দিয়ে এ আয়াত পিতামাতার প্রতি মায়মমতা জানাচ্ছে। যেহেতু বাপমায়ের মেহতালবাসার পর্যাণ্ত প্রতিদান সম্ভব নয়, সেহেতু এ বিষয়ে অগ্রতৃত্ব এবং ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য দোয়া করার আদেশ দেয়া হয়েছে। এ দোয়া প্রমাণ করেছে, পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রতি মেহমতার ব্যবহার করা জরুরী যেৱপ্তভাবে বাপমা শৈশবে তাঁদের সন্তানের লালনপালনের জন্য করে থাকেন।

১৬১০। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত দানের সম্বৰ্ধার করে না সে আল্লাহ তাআলার কাছে অকৃতজ্ঞতার অপরাধে অপরাধী এবং যে ব্যক্তি নিজের অর্থসম্পদের অপব্যয় করে সে প্রকৃতপক্ষে তার ওপরে সম্পাদনের জন্য অর্পিত কর্তব্য এড়িয়ে চলার পছন্দ অবলম্বন করে।

১৬১১। আপাতদৃষ্টিতে নিতান্ত দরিদ্র বা নিঃস্ব হলেও যদি সন্দেহ হয় যে সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করলে তার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে তাহলে তাকে অগ্রহ্য করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সাহায্যপ্রার্থী পেশাদার ভিক্ষুক হলে বা অন্য কোন বদ অভ্যোসে আসক্ত

تَقْلِيلٌ لِّهُمَا أُفِّقْ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقْلِيلٌ لِّهُمَا  
قَوْلًا كَرِيمًا<sup>১৩</sup>

وَأَخْفَضْ لِهُمَا جَنَاحَ الرِّدْلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ  
قُلْ رَبِّ إِذْ حَمِّهُمَا كَمَا رَبَّيْتِي صَغِيرًا<sup>১৪</sup>

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وَإِنْ  
تَحْكُمُوا صِلْحَيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ أَيْمَنَ  
غَفُورًا<sup>১৫</sup>

وَأَبْتَدَى الْقُرْبَى حَقَّةً وَالْمِشْكِينَ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَلَا تُبَتِّئْ ذَبَابَ<sup>১৬</sup>

إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا لِلْأَخْوَانَ الشَّيْطَيْنِ  
وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرِبِّهِ كَفُورًا<sup>১৭</sup>

وَلَمَّا تُعْرِضَتْ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ  
رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا  
مَّيْسُورًا<sup>১৮</sup>

★ ৩০। \*আর তুমি তোমার হাত (চরম কার্পণ্যভরে) ঘাড়ের সাথে বেঁধে রেখো না, আবার (অমিতব্যয়ী হয়ে) এটি সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করে দিও না। নতুনা তুমি নিন্দিত (ও) অক্ষয়<sup>১৬১২</sup> হয়ে পড়বে।

৩১। নিশ্চয় \*তোমার প্রভু-প্রতিপালক যার জন্য চান রিয়্ক প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকুচিতও করেন।  
[৩] নিশ্চয় তিনিই নিজ বান্দাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবস্থিত  
৩ (ও) পর্যবেক্ষণকারী।

৩২। আর ”দারিদ্রে<sup>১৬১৩</sup> ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমরাই তাদের এবং তোমাদেরও রিয়্ক দেই। তাদের হত্যা করা নিশ্চয় মহাপাপ<sup>১৬১৪</sup>।

৩৩। \*আর তোমরা ব্যভিচারের<sup>১৬১৫</sup> কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা প্রকাশ্য অশুলভা এবং অত্যন্ত মন্দ পথ।

৩৪। \*আর যাকে (হত্যা করতে) আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাকে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া হত্যা করো না। আর যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় আমরা তার উত্তরাধিকারীকে (প্রতিশোধ নেয়ার) পূর্ণ অধিকার দিয়েছি। অতএব সে যেন (হত্যাকারীকে) হত্যা (করার) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত<sup>১৬১৬</sup>।

দেখুন : ক.৯:৩৪; ২৫:৬৮ খ. ১৩:২৭; ২৯:৬৩; ৩০:৩৮; ৩৯:৫৩ গ. ৬:১৫২ ঘ. ২৫:৬৯ ঙ. ৬:১৫২; ২৫:৬৯।

হলে সেই ভিখারীকে সান্ত্বনাদ্যাক কথায় ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে।

১৬১২। মু'মিনকে এমন কৃপণ হওয়া উচিত নয় যে প্রকৃত প্রয়োজনের সময়ে সে তার অর্থ খরচ করবে না বা কোন চিন্তা-ভাবনা না করে অপ্রয়োজনে টাকাপয়সা অপব্যয় করবে। ফলে যখন জাতীয় স্বার্থে অর্থসম্পদের প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তার নিজস্ব অবদান রাখার মতো কোন সামর্থ্য থাকবে না। এতে তাকে মনোকষ্ট পেতে হয়।

১৬১৩। যেসব কৃপণ পিতামাতা সন্তানের জন্য উপযুক্ত ভরণপোষণ ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না তারা প্রকৃতপক্ষে সন্তানের দৈহিক এবং নৈতিক উভয়ক্ষেত্রে হত্যার ইঙ্কান যোগায়। এভাবে নির্দোষ শিশুদেরকে হত্যা করে ফেলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সঠিক শিক্ষা এবং উপযুক্ত সুবিধার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ মানসিক ও নৈতিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে সাহায্য করলে তারা সমাজের সত্যিকার উপযোগী কার্যকর সদস্যে পরিণত হবে। সন্তান হত্যার তাত্পর্য এও হতে পারে, অপ্রয়োজনে আপত্তিকর জননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করা, যে সম্বন্ধে বর্তমান সমাজে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

১৬১৪। 'খিতউন' এবং 'খাতাউন' এর অর্থে প্রভেদ রয়েছে। প্রথমোভ শব্দ ইচ্ছাকৃতবোধক এবং পরবর্তী শব্দ ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত উভয় অর্থবোধক (আকরাব)। কুরআন শরীফ প্রথমোভ শব্দের ব্যবহার দ্বারা সন্তান হত্যা করার ব্যাপারকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছে যার বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতি বিদ্রোহ করে এবং একমাত্র মানবান্তৃতি বিবর্জিত ব্যক্তিই এ কাজ করতে পারে।

১৬১৫। 'সন্তান হত্যার' নিষেধাজ্ঞার পরেই ব্যভিচারের সম্পর্কে আরো একটি কঠোর ভূমকি দেয়া হয়েছে। কারণ ব্যভিচারের মাধ্যমেও অসংখ্য শিশুর হত্যা বিভিন্ন আকারে ঘটে থাকে। 'বাইবেলের আদেশ-‘তোমরা ব্যভিচার করবে না’। এর মোকাবেলায় কুরআন করীমে বলে, ‘ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না’ যা অধিক কার্যকর এবং বোধগম্য। কুরআন ব্যভিচারের কর্মকেই কেবল নিন্দা ও মিষ্টি করেনি, বরং এর নিকটবর্তী হওয়ারও সব পথ রুদ্ধ করে।

১৬১৬। পূর্ববর্তী দুটি আয়তে পরোক্ষ হত্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে। বর্তমান আয়ত প্রত্যক্ষ হত্যা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছে। যথাযথভাবে গঠিত বিচারালয়ে অভিযুক্ত হত্যাকারী অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের এই অধিকার রয়েছে যে

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ  
وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا  
مَخْسُورًا<sup>(১)</sup>

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ  
وَيَقْدِرُهُ إِنَّهُ كَانَ يَعْبَادُهُ خَيْرًا  
بَصِيرًا<sup>(২)</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ  
تَخْنُ تَرْزُقُهُمْ وَإِنَّا كُفَّارٌ إِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطَأً كَيْرًا<sup>(৩)</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً دَوْ  
سَاءَ سَبِيلًا<sup>(৪)</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا  
بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلَيْهِ سُلْطَنًا فَلَا يُشَرِّفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنْصُورًا<sup>(৫)</sup>

৩৫। <sup>ك</sup>আর তোমরা (এতীমদের অধিকার সংরক্ষণের) সর্বোত্তম পছ্টা অবলম্বন না করে এতীমের ধনসম্পদের কাছে যেও না। সে পরিপক্ষ না হওয়া পর্যন্তও (তার ধনসম্পদের কাছে যেও না) এবং <sup>ك</sup>তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার<sup>১৬১৭</sup> পূর্ণ কর। (কেননা) অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৩৬। <sup>ك</sup>আর মেপে দেয়ার সময় তোমরা পূর্ণ মাপ দিও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটাই উত্তম এবং পরিগামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল<sup>১৬১৮</sup>।

৩৭। <sup>ك</sup>আর যে বিষয় তোমার জানা নেই সে বিষয়ে কোন অবস্থান নিও না★। <sup>ك</sup>নিশ্চয় কান, চোখ ও হাদয়-এগুলোর প্রত্যেকটি সম্বন্ধে (তোমাকে) জিজ্ঞাসাবাদ করা<sup>১৬১৯</sup> হবে।

দেখুন ৪ ক. ৪৪৭, ১১; ৬৪১৫৩ খ. ৫৪২; ১৬৪৯২ গ. ৭৪৮৬; ১১:৮৫, ৮৬, ২৬৪১৮২, ১৮৩; ৫৫৪১০ ঘ. ১১৪৪৭ ঙ. ২৪৪২৫; ৩৬৪৬৬; ৪১৪২১, ২৩।

আইন বলে হত্যাকারীর প্রাণ বধ কার্যকর করতে পারে অথবা নিহত ব্যক্তির মৃত্যুর বিনিময়ে তারা রক্তপণ গ্রহণ করতে পারে। যা হোক ওয়ারিশকে রক্তের বদলে অর্থের খেসারত প্রদান যদি জনসাধারণের শাস্তি অথবা নৈতিকতার পরিপন্থী হয় অথবা ওয়ারিশদের রক্তপণ সম্বন্ধে দাবী যদি প্রকৃত প্রমাণিত না হয় তাহলে আদালত তাদের ঐচ্ছিক অধিকার নাকচ করে দিয়ে হত্যাকারীর প্রাণ দণ্ডদাদেশ কার্যকর করার রায় দিতে পারেন। বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্র এবং নিহতের ওয়ারিশগণ উভয়ই দোষীকে ক্ষমা করে দেয়া অথবা দণ্ড দেয়ার ক্ষেত্রে সমান অধিকার রাখে। অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের একত্যায় প্রতিকার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু আয়াতের প্রথমাংশে দোষী ব্যক্তির অধিকারও সংরক্ষণ করা হয়েছে, যেমন ‘হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে’ বাক্যাংশে হত্যাকারীর পক্ষে সুপুরিশের কথা নিহিত রয়েছে। এ কথায় ইশারা করা হয়েছে, যদিও সাধারণ নিয়ম ‘খুনের বদলা খুন’ তবুও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক এ আদেশ শান্তিক অর্থে প্রয়োগ করার জন্য সর্ববস্থায় জিদ ধরা উচিত নয়। আইনের চরম শাস্তি হত্যাকারী তখনই পাবে যখন সমতা, সাধারণ শাস্তি ও নৈতিকতার নিয়ম অনুরূপ অবস্থার দাবী করে। যদি ক্ষমার ফলে মনে করা যায়, অপরাধী নৈতিক সংশোধনের পথ গ্রহণ করবে তা হলে রক্তের বদলে অর্থ গ্রহণ করে তার জীবন রক্ষা করা যেতে পারে।

১৬১৭। হত্যার শাস্তি সম্পর্কে বিধান প্রয়োগের ফলে দুটি পরিবারে অর্থাৎ নিহত এবং হত্যাকারী উভয়ের পরিবারে এতীম থেকে যেতে পারে। কুরআন মজীদ এরপর এতীমের অধিকার সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছে। এসব অধিকারের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাদের সম্পত্তি সম্পর্কিত অধিকার। ‘অঙ্গীকার’ (এখানে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা) শব্দটি এ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে এই বিষয়ে জোর দেয়ার জন্য যে এতীমের সম্পত্তির সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের প্রতি অনুগ্রহ নয়, বরং অঙ্গীকারের ন্যায় দায়িত্ব ও কর্তব্য যা পূর্ণভাবে ও সততার সঙ্গে পালনীয়।

১৬১৮। কোন লোকের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যের অগ্রগতি ও উন্নতি নির্ভর করে ব্যবসার লেন-দেনের ব্যাপারে স্পষ্ট ও নির্দোষ ব্যবহারের মাধ্যমে।

★ [এ অর্থের জন্য দেখুন মুফরাদাত ইমাম রাগেব। (হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬১৯। এ আয়াত সন্দেহের সব মূল কর্তৃত করে, যার অবলম্বন স্বত্বাবত ‘কান, চোখ এবং হাদয়’। ‘কান’ হলো প্রথম প্রবেশ পথ। এর মাধ্যমে অধিকাংশ সন্দেহ একজনের মনে প্রবেশ করে থাকে। বেশিরভাগ সন্দেহই অন্যের সম্বন্ধে শুনে তা অবিবেচনাপ্রসূত মন্দ বর্ণনার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। তৎপরবর্তী উপায় বা মাধ্যম হলো দৃষ্টি। এক ব্যক্তি অন্যকে কোন এক বিশেষ কাজ করতে দেখে এর কদর্থ করে বসে এবং কর্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠে। সর্বশেষ এবং অতি নিকৃষ্ট প্রকারের সন্দেহ, যা কোন ব্যক্তি অন্য কারো সম্বন্ধে পোষণ করে, তা অপরের কাছ থেকে মন্দ কথা শোনার কারণেও নয়, সেই ব্যক্তিকে কোন মন্দ কর্ম করতে দেখার কারণেও নয়, বরং তা আসলে সম্পূর্ণ সন্দেহ পোষণকারীর ব্যাধিস্ত মনের কুধারণাপ্রসূত উত্তীবন। এভাবে আয়াতটি শুধু মানুষের জীবন ও সহায় সম্পত্তিকেই নয় (যে বিষয়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়) বরং তা মানবিক মর্যাদা এবং সম্মানকেও পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় করেছে এবং ঘোষণা করেছে, কারো সম্মানের ওপর আঘাতের জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَكَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِإِنْتِنِي  
أَخْسِنُ حَتَّىٰ يَتَلْعَبَ آشْدَةً سَوْ أَذْفَنَا  
بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً<sup>(১)</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ رَدًا كُلْتُمْ وَزُنْتُوا  
بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذِلْكَ حَيْرَةٌ  
أَخْسِنُ تَادِيلًا<sup>(২)</sup>

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ  
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ  
عَنْهُ مَسْئُولاً<sup>(৩)</sup>

৩৮। \*আর পৃথিবীতে দষ্টভরে চলো না। কেননা তুমি কখনো পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায়<sup>১৬২০</sup> পর্বতসমও হতে পারবে না।

৩৯। এগুলোর মাঝে প্রত্যেকটি মন্দ আচরণই তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য।

৪০। এসব সেই প্রজ্ঞার (একাংশ) যা তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমার প্রতি ওহী করেছেন। \*আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য নির্ধারণ করো না। নতুনা তোমাকে লাঞ্ছিত (ও) ধিক্ত অবস্থায় জাহান্নামে নিষ্কেপ করা হবে।

৪১। \*তোমার প্রভু-প্রতিপালক কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং ফিরিশ্তাদের মাঝ থেকে (নিজের ৪ ১০) জন্য) কন্যাদের গ্রহণ করে নিয়েছেন? নিশ্চয়ই তোমরা এক ৪ ভয়ানক কথা বলছ।

৪২। আর নিশ্চয় \*আমরা এ কুরআনে (আয়াতগুলো) বিভিন্ন অঙ্গিকে<sup>১৬২১</sup> বর্ণনা করেছি যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। কিন্তু এটা কেবল তাদের ঘৃণাকেই বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৪৩। তুমি বল, ‘তাদের কথা অনুযায়ী তাঁর সাথে যদি আরো উপাস্য থাকতো তাহলে এসব (মুশরিক সেইসব উপাস্যের সাহায্যে) আরশের অধিপতি পর্যন্ত (গৌচুবার) কোন পথ খুঁজে নিত।’

৪৪। \*তারা যা বলে তিনি এ থেকে অতি পবিত্র এবং এর অনেক উর্ধ্বে।

৪৫। সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যারা আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সব কিছুই \*তাঁর প্রশংসাসহ<sup>১৬২২</sup> পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে। কিন্তু তোমরা এদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করাকে বুঝতে পার না। নিশ্চয় তিনি পরম সহিষ্ণু (ও) অতি ক্ষমাশীল।

দেখুন : ক. ৩১:১৯ খ. ১৭:২৩; ২৬:২১৪; ২৮:৮৯ গ. ৩৭:১৫১; ৪৩:২০; ৫২:৪০ ঘ. ১৭:৯০; ১৮:৫৫ ঙ. ৬৪:১০১; ৩৯:৬৮; চ. ২৪:৪২; ৫৯:২৫; ৬১:২; ৬২:২।

১৬২০। অভীষ্ঠ সাধনে এবং কর্মের সফলতার জন্য অহঙ্কার করা এবং উল্লম্বিত হওয়া কেবল মূর্খতা এবং প্রগল্ভতার পরিচয়ই বহন করে না, বরং তা অহঙ্কারী ব্যক্তির নৈতিক ক্ষতি সাধনও করে থাকে। কারণ এরূপ মনোভাবের দরক্ষ সে অর্জিত কৃতকার্যতায় আঘাতশীল লাভ করে থাকে এবং এভাবে উন্নতি বাধাগ্রস্ত এবং ব্যাহত হয়।

১৬২১। ঐশী-কিতাব, যাতে অত্যন্ত জরুরী বিষয়াবলীর কথা অন্তর্ভুক্ত থাকে, এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু যা প্রদত্ত মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। কোন বিষয়বস্তুকে যখন খোলাসা বা স্পষ্টভাবে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে অথবা নতুন কোন আপত্তি খন্দনের জন্য পুনরংলেখ করা হয় তখন বিবেকবান এবং বুদ্ধিমান কোন লোক এর প্রতিবাদ করে না।

১৬২২। ‘সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোতে যারা আছে সবাই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে’ এ বাক্যটি সমষ্টিগতভাবে প্রমাণ করে, সারা বিশ্ব আল্লাহ তাআলার একত্ব প্রকাশ করে চলেছে। ‘আর সব কিছুই তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় রত রয়েছে’ বাক্যটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সব বস্তুই স্বতন্ত্রভাবে পবিত্র ঐশী সন্তান একত্বের প্রকাশক। প্রথমোন্ত বাক্যের মর্ম হলো বিশ্বজগতে বিদ্যমান শৃঙ্খলা ও চমৎকার ব্যবস্থা সন্দেহাত্মীতভাবে প্রমাণ করে, এর সৃষ্টিকর্তা এক এবং অদ্বীয়। শেষোন্ত বাক্যটির মর্মার্থ হলো এ বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ এলাকায় বা কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থেকে অনুপমভাবে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন প্রকার গুণের কার্যকারিতা প্রদর্শন করছে।

وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحْجًا إِنَّكَ لَنْ  
تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَئِنْ تَبْلُغَ الْعِبَالَ طُولًا

كُلُّ ذِلِّكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَ رَبِّكَ  
مَكْرُوهًا

ذِلِّكَ مِمَّا آوَى لَنِي إِلَيْكَ رَبِّكَ مِنْ  
الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ الْحِكْمَةِ أَخْرَ  
فَتْلُقِي فِي جَهَنَّمَ مَلُؤْ مَا مَدْ حُزْدَا

آفَأَضْفِكُمْ بِئْلَمْ بِأَبْيَانِيْ وَاتَّحَذْ مِنْ  
الْمَلِيْكَةِ إِنَّا ثَمَّ إِنَّكُمْ لَتَقْوُلُونَ  
قَوْلًا عَظِيمًا

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
لِيَذَّكَرُوا وَمَا يَرِيْدُ هُمْ لَا نُفُورًا

قُلْ لَوْكَانَ مَعَهُ أَلْهَمَ كَمَا يَقُولُونَ  
إِذَا لَا يَتَغَوَّلُ إِلَيْهِ الْعَرْشُ سِيَّلًا  
سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُولُونَ عَلُوًا  
كَبِيرًا

شَسِيْحُ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّبْعُ وَأَلَّا زُصُّ وَ  
مَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ يَمْشِ شَيْئٍ إِلَّا يُسْتِرْ  
بِحَمْدِهِ وَلَعِنْ لَّا تَفْقَهُونَ  
تَشِيْحِ حُمْدَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا

৪৬। আর তুমি যখন কুরআন আবৃত্তি কর আমরা তখন তোমার এবং তাদের মাঝে যারা পরকালে ঈমান আনে না এক গোপন পর্দা সৃষ্টি করে দেই।

★ ৪৭। <sup>১</sup>আর আমরা তাদের হৃদয়ে আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা<sup>১৬২৩</sup> সৃষ্টি করে দেই যেন এ (কুরআন) তারা বুঝতে পারে। <sup>২</sup>আর তুমি যখন কুরআন থেকে তোমার এক-অধিতীয় প্রভু-প্রতিপালকের কথা উল্লেখ কর তখন তারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

৪৮। তারা যখন (বাহ্যত) তোমার কথা শুনতে থাকে তখন তারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে থাকে আমরা তা ভাল করেই জানি। (এ ছাড়া) তারা যখন গোপন পরামর্শে লিঙ্গ থাকে (তাও আমরা জানি)। (আর) যালেমরা যখন বলে, ‘তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকেই অনুসরণ করছ’ (তাও আমরা জানি)।

৪৯। <sup>১</sup>লক্ষ্য কর, তারা তোমার সম্বন্ধে কী ধরনের কথাবার্তা<sup>১৬২৪</sup> বানিয়ে বলছে। অতএব তারা পথ হারিয়েছে এবং তারা সরল<sup>১৬২৫</sup> পথ লাভ করতে সক্ষম হবে না।

৫০। আর তারা বলে, ‘আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হব এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে আমাদের পুনরুৎস্থিত করা হবে?’

৫১। তুমি বল, ‘তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে গেলেও,

দেখুনঃ ক. ৬৪২৬; ১৮৪৮; ৪১৪৬ খ. ১৭৪৪৯ গ. ২৫৪৯ ঘ. ২৫৪১০ ঙ. ১৭৪৯; ২৩৪৮৩; ৩৭৪১৭; ৫৬৪৪৮।

১৬২৩। এটা ঈর্ষা এবং বিদ্রোহের পর্দা, অথবা মেকী সম্মানবোধ এবং বংশ-গৌরব, অথবা আয় এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয় অথবা দীর্ঘকালের প্রথা এবং বিশ্বাসের আসঙ্গি প্রভৃতি দৃঢ়রূপে আঁকড়ে থাকার সংস্কার বা বাধা যা সত্য গ্রহণে অবিশ্বাসীদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এটা এক সূক্ষ্ম অস্পষ্ট পর্দা যা কাফিররা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَإِذَا قَرَأَتِ الْقُرْآنَ جَعَلَنَا بَيْتَكَ  
وَبَيْتَنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
جِجَابًا مَسْتُورًا<sup>১</sup>

وَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً آنَّ  
يَفْقَهُهُوَ وَقِيَ أَذَانِهِمْ وَقِرَاءَهُ وَإِذَا  
دَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى  
آذَانِهِمْ نُفُوزًا<sup>২</sup>

تَحْنُ أَخْلَمُ بِمَا يَشَتَّمِعُونَ بِهِ إِذَا  
يَشَتَّمِعُونَ إِلَيْكَ وَلَاذَ هُمْ تَجْوَى إِذَا  
يَقُولُ الظَّلِيمُونَ إِنْ تَتَبَيَّنُونَ إِلَّا رَجُلًا  
مَسْحُورًا<sup>৩</sup>

أُنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا  
فَلَا يَشَتَّمِعُونَ سِيَّلًا<sup>৪</sup>

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عَظَمًا وَرُفَاتًا إِنَّا  
لَمْ يَحْكُمُوكُنَّ حَلْقًا جَدِيدًا<sup>৫</sup>

قُلْ كُوئُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا<sup>৬</sup>

৫২। কিংবা তোমাদের বিবেচনায় এর চেয়েও কঠিন সৃষ্টিতে পরিণত হলে<sup>১৬২৪</sup> (তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যভাবী)। ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলবে, ‘কে (পূর্বাবস্থায়) আমাদের ফিরিয়ে আনবে?’ তুমি বল, ‘যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন তিনিই।’ তখন তারা তোমার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়িয়ে বলবে, ‘এমনটি কখন ঘটবে?’ তুমি বল, ‘‘এমনটি অতি শীঘ্রই ঘটতে পারে।

৫৩। (এমনটি সেদিন হবে) যেদিন তিনি তোমাদের আহ্বান জানাবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসাসহ সাড়া দিবে এবং [১২] ৫ তোমরা মনে করবে, ‘তোমরা (ইহকালে) অল্প কিছুক্ষণই ৫ অবস্থান করছিলে।’

৫৪। আর তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন সে কথাই বলে যা সবচেয়ে ভাল। নিশ্চয় শয়তান তাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শক্তি।

৫৫। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের ভাল করেই জানেন। তিনি চাইলে তোমাদের ওপর কৃপা করবেন অথবা তিনি চাইলে তোমাদের আযাব দিবেন। আর (হে রসূল!) আমরা তোমাকে তাদের ওপর অভিভাবক করে পাঠাইনি।

★৫৬। যারা আকাশসমূহে ও যারা পৃথিবীতে আছে তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদের ভাল করেই জানেন। আর কোন কোন নবীকে আমরা অবশ্যই অন্য কোন কোন (নবীর) ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর দাউদকে আমরা যবুর<sup>\*</sup> দিয়েছিলাম।

৫৭। তুমি বল, ‘তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের (উপাস্য) মনে করছ তোমরা তাদের ডাক। আসলে তোমাদের দুঃখকষ্ট দূর করার অথবা (তা) পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তারা রাখে না।

দেখুন : ক. ৩৬:৭৯, ৮০ খ. ৩৪:৩০; ৩৬:৮৯; ৬৭:২৬ গ. ২০:১০৫; ২৩:১১৪, ১১৫ ঘ. ১৬:১২৬; ২৩:৯৭; ৪১:৩৫ ঙ. ৭:২০১; ১২:১০১; ৪১:৩৭ চ. ২:৪:২৫; ৩:১২৯; ৫:৪১; ২৯:২২ ছ. ৬:১০৮; ৩৯:৪২; ৪২:৭ জ. ২:৪:৫৪; ২৭:১৬ বা. ২২:৭৪; ২৫:৪; ৩৪:২৩।

১৬২৪। এ আয়াতের তাৎপর্য এরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, কাফিরদেরকে বলা হচ্ছে, তাদের অন্তর তো লোহা বা পাথর বা অন্য কোন নিরেট বস্তুর মতো কঠিন হয়ে যায়। তবু আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে উন্নতি সাধনকারী পরিবর্তন আনয়ন করবেন যা মহানবী (সা:ৱ) এর মাধ্যমে হওয়া নির্ধারিত। অথবা এটা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত শেষ বিচারের দিনে মানবাত্মার পুনরুত্থান সম্বন্ধে অঙ্গীকারকারীদের সন্দেহের উভয়ে তাদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যদি লোহা বা পাথর বা অন্য কোন কঠিন বস্তুতেও রূপান্তরিত হয়ে যায় তথাপি তারা ঐশী শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না।

\*[‘যবুর’ অর্থ চামড়ার ওপর লিখিত লিপি। (মাওলানা শের আলী সাহেরের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

أَوْ حَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ج  
فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِينُهَا دُقْلَ الْذِي  
فَطَرَ كُمَا وَلَمَرَةً ج فَسَيُنْخَضُونَ إِلَيْكَ  
رُءُسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى  
أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا<sup>১৫</sup>

يَوْمَ يَجِدُ عُوكْمَ فَتَشَتَّجِبُونَ بِحَمْدِهِ  
وَتَظْلَمُونَ إِنْ لِيَشْتَهِ إِلَّا قَيْلَالًا<sup>১৬</sup>

وَقُلْ تَعَبَّادِي يَقُولُوا إِلَيْهِي هِيَ أَحْسَنُ د  
إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ د إِنَّ  
الشَّيْطَنَ كَانَ لِلْأَنْسَاءِ عَدُوًّا مُّمِينًا<sup>১৭</sup>

رَبُّكُمْ آعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَا يَرْحَمَكُمْ  
أَوْ إِنْ يَشَا يَعِذِّبُكُمْ وَمَا أَزَّلْنَاكُمْ  
عَلَيْهِمْ وَكَيْلَالًا<sup>১৮</sup>

وَرَبُّكَ آعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَخْصَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَخْصٍ وَ  
أَتَيْنَاكَمَا أَوْ دَرَّ بِيُورًا<sup>১৯</sup>

فُلِّ اذْعُوا إِلَيْهِي زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ  
فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا  
تَخُوِّيلًا<sup>২০</sup>

৫৮। এরা যাদের ডাকে<sup>১৬২৫</sup> তারাও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করতে (কোন না কোন) মাধ্যম অব্বেষণ করতে থাকে। (অর্থাৎ তারা এটা দেখতে থাকে,) তাদের মাঝে কে সবচেয়ে বেশি (আল্লাহর) নিকটবর্তী। আর তারা সবসময় তাঁর কৃপা লাভের আশায় থাকে এবং তাঁর আয়াবকে ভয় করে। তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আয়াব অবশ্যই ভয় করার মতই এক বিষয়।

৫৯। <sup>ك</sup>আর প্রতিটি জনপদকে আমরা কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্রংস করে দিব অথবা অতি কঠোর আয়াব<sup>১৬২৬</sup> দিব। এ বিষয়টি (ঐশ্বী) বিধানে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৬০। <sup>ك</sup>আর পূর্ববর্তী লোকদের এসব (নিদর্শন)<sup>১৬২৭</sup> প্রত্যাখ্যান করাটাই আমাদেরকে নিদর্শন প্রেরণে বাধা দিয়েছে। আর আমরা সামুদ (জাতিকে) দৃষ্টি উন্মোচনকারী নিদর্শনরূপে এক উট দান করেছিলাম। কিন্তু তারা এর প্রতি অন্যায় আচরণ করেছিল। আর আমরা কেবল পর্যায়ক্রমে ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করে থাকি।

৬১। আর (স্মরণ কর) তোমাকে যখন আমরা বলেছিলাম, ‘নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এ) লোকদের ঘিরে ফেলেছেন।’ আর আমরা তোমাকে যে স্বপ্ন<sup>১৬২৭</sup>-ক দেখিয়েছিলাম একে এবং কুরআনে বর্ণিত সেই অভিশপ্ত<sup>১৬২৮</sup> বৃক্ষটিকেও আমরা কেবল মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম। আর আমরা তাদের ক্রমাগতভাবে ভয় দেখিয়ে থাকি, কিন্তু তা কেবল তাদের ঔন্দত্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।’  
[৮] ৬

দেখুন ৪ ক. ২১:১২; ২২:৪৬; ২৮:৫৯ খ. ১৭:৯৫; ১৮:৫৬ গ. ১৭:২।

১৬২৫। এ আয়াত সেইসব ফিরিশ্তা, নবী-রসূল এবং মহাপুরুষের প্রতিও ইঙ্গিত করতে পারে যাদেরকে লোকেরা খোদা ভরে পূজা করে থাকে।

১৬২৬। এটা বিশ্বময় সেই আয়াবের পর আয়াবের কথা ব্যক্ত করেছে, যেসব আয়াব সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দেয়া হয়, যার ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহর নবীগণক করে থাকেন এবং কুরআন করীমেও যার উল্লেখ রয়েছে।

১৬২৭। অথবা এর অর্থ এরূপও হতে পারে, পূর্বের জাতিগুলো আল্লাহর নবীগণকে অবীকার করেছিল, তাই আর কোন নিদর্শন পাঠানোর প্রয়োজন নেই, অথবা ঐশ্বী নিদর্শন স্থগিত করার এটা কোন কারণ হতে পারে না।

১৬২৭-ক। এ সূরার ২ আয়াতে যে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা:৩) নিজেকে জেরুয়ালেমের উপাসনালয়ে (অর্থাৎ মসজিদুল আকসাতে) যা ইহুদীদের কিবলা ছিল, তাদের অন্যান্য নবীগণের নামায়ের ইমামতি করতে দেখেছিলেন। এ দিব্যদর্শন বা কাশ্ফ ইঙ্গিত করে যে সেইসব নবীর উম্মত বা অনুসারীরা ভবিষ্যতে কোন এক সময় ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে। এটাই হচ্ছে ‘নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক (এ) লোকদের ঘিরে ফেলেছেন’ বাক্যের মর্মার্থ। ইসলামের সাধারণ বিজয় বা প্রসার ঘটবে বিশ্বব্যাপী এক ধ্রংসকার্ডের অব্যবহৃত পরে। এর উল্লেখ রয়েছে ৫৯ আয়াতে।

১৬২৮। ‘অভিশপ্ত বৃক্ষটি’ সম্বৰত ইহুদীজাতি, যাদের সমক্ষে কুরআন মজীদ বার বার উল্লেখ করেছে যে তারা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক অভিশপ্ত (৫৪:১৪, ৬১, ৬৫, ৭৯)। আল্লাহ তাআলার অভিশাপ এ দুর্ভাগ্য জাতির পিছনে লেগে রয়েছে হ্যরত দাউদ (আ:৪) এর সময় থেকে শুরু করে বর্তমান যামানা পর্যন্ত। এ ব্যাখ্যা এ সূরার ‘বনী ইসরাইল’ নামকরণে নিহিত আছে এবং এ সূরাতে বিশেষভাবে ইহুদী জাতির কথাই বলা হয়েছে। এ আয়াতের শুরুতে যে স্বপ্নের উল্লেখ করে বলা হয়েছে এতে রসূল করীম (সা:৩) দেখেছেন, ইহুদী ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্র জেরুয়ালেমে তিনি নামাযে ইসরাইলী নবীদের ইমামতি করছেন। এ ঘটনার মাধ্যমে আরো সমর্থন পাওয়া, ‘অভিশপ্ত বৃক্ষ’ ইহুদী জাতিকেই বুবাছে। ‘শাজারাহ’ শব্দের অর্থ এখনে জাতি বা গোত্র। তফসীরাধীন আয়াতে কাশ্ফ এবং ইহুদী জাতি (অভিশপ্ত বৃক্ষ) উভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইহুদীদের প্রতি বিশেষভাবে ‘মানুষের জন্য পরীক্ষার কারণ করেছিলাম’ কথাটি আরোপিত হয়েছে। ইহুদীরা যুগ যুগ ধরে মানবজাতির জন্য বিশেষভাবে মুসলমান জাতির জন্য দুঃখদুর্দশার কারণকারণে সাব্যস্ত হয়েছে।

أُولِئِكَ الَّذِينَ يَذْعُونَ إِلَيْنَا  
رَبِّهِمْ أَتُو سِيلَةً أَبْشِرْهُمْ أَقْرَبْهُمْ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَنَا وَيَخَافُونَ عَذَابَنَا إِنَّ  
عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوذًا  
⑥

وَإِنْ مَنْ قَرِيبٌ لَا نَخْنُ مُهْدِكُوهَا  
قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا  
شَدِيدًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَشْطُورًا  
وَمَا مَنَعَنَا أَنْ تُزَوِّلَ بِالْأَيْمَتِ إِلَّا أَنْ  
كَذَّبَ بِهَا أَمَّا لَوْنَهَا وَأَتَيْنَا شَمْوَدَ  
النَّاقَةَ مُبَصِّرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَ  
مَكَنُزِسُلَ بِالْأَيْمَتِ إِلَّا تَخْوِيفًا  
⑦

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ رَأَيْ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ  
وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا لِلَّّيْلِ أَرْيَانَكَ إِلَّا فِتْنَةً  
لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي  
الْقُرْآنِ وَلَخَوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ  
إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا  
⑧

৬২। <sup>ك</sup>আর (শরণ কর) আমরা যখন ফিরিশ্তাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা আদমের<sup>۱۶۲۹</sup> জন্য সিজদাবনত হও’ তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করলো। সে বললো, ‘আমি কি তার জন্য সিজদা করবো যাকে তুমি কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ?’

৬৩। সে আরো বললো, ‘বল, <sup>ك</sup>একেই কি তুমি আমার ওপর প্রাধান্য দান করে সম্মান দিয়েছ? তুমি আমাকে কিয়ামত<sup>۱۶۳۰</sup> দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলে <sup>ك</sup>আমি অবশ্যই অল্প ক’জন ছাড়া এর বংশধরের (সবাইকে) ধৰ্মস করে ছাড়বো’<sup>۱۶۳۱</sup>।

৬৪। <sup>ك</sup>তিনি বললেন, ‘দূর হও। তাদের মাঝে যারা তোমাকে অনুসরণ করবে নিশ্চয় জাহানাম হবে তোমাদের সবার পুরোপুরি প্রতিফল।

৬৫। <sup>ك</sup>আর তাদের মাঝে যাকে পার তাকে তুমি তোমার কর্তৃত্বের দিয়ে বিপর্যগামী কর। আর তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ তাদের ওপর ঢড়াও হও, তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে<sup>۱۶۳۲</sup> (মিথ্যা) প্রতিশ্রূতি দাও।’ আর <sup>ك</sup>শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রূতি দিয়ে থাকে তা কেবল প্রতারণার উদ্দেশ্যেই (দিয়ে থাকে)।

দেখুন : ক. ২৫:৩৫; ৭:১২; ৩০-৩১; ১৮:৫১; ২০:১১৭; ৩৮:৭৩-৭৫ খ. ৭:১৩; ১৫:৩৪, ৩৮:৭৭ গ. ৭:১৭, ১৮; ১৫:৪০ ঘ. ৭:১৯; ১৫:৪৩-৪৪; ৩৮:৮৬ ঙ. ৭:১৮ চ. ৪:১২১; ১৪:২৩।

১৬২৯। অন্যান্য অর্থ ছাড়াও ‘নাম’ এর অর্থ ‘সঙ্গে’। অতএব ‘লে-আদায়া’ এর অর্থ হতে পারে আদমের সঙ্গে।

১৬৩০। ‘পুনরুত্থানের’ মর্ম এখানে আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান, যার সম্বন্ধে প্রত্যেক মু’মিনের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ হয় যখন তার ঈমান পূর্ণতাপূর্ণ হয়। তখন শয়তান তাকে আর কাবু করতে পারে না।

১৬৩১। মানবজাতির এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে পথচারে করার জন্য শয়তান যে ভীতি প্রদর্শন করেছিল তাতে সে কতটা সাফল্য লাভ করেছে? এই প্রশ্নটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার উত্তর দেয়া প্রয়োজন। পৃথিবীতে শুভ ও অশুভ এর উপর আপাত ও দ্রুত দৃষ্টি ফিরালে কোন ব্যক্তি এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না, অশুভ বা অসৎ কিংবা পাপী বা দুর্বৃত্তরা প্রভাব এবং প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে সৎ, শুভ বা ধার্মিকের উপরে। এক কথায় কল্যাণের উপর অকল্যাণ টেক্কা মেরে চলেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এর বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি সর্বপ্রধান মিথ্যাবাদীর সকল উক্তি পুরুষাগুপুরুষের পরীক্ষা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, তার সত্য কথাগুলোর সংখ্যা উৎকর্ষতায় তার মিথ্যাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পৃথিবীতে দুষ্ট এবং অসৎ লোকের সংখ্যা সৎ এবং ধার্মিক লোকের তুলনায় অনেক কম। প্রকৃত অবস্থা হলো এই, দুষ্টাগী বা পাপাচার এত ব্যাপকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে তা নিজেই এই বাস্তব অবস্থার প্রমাণ যোগায়, মানবপ্রকৃতি জন্মগতভাবে ভাল এবং তা অমঙ্গলের সামান্যতম স্পর্শেও বিক্ষুল হয়ে ওঠে। অতএব এটা বলা ভুল, শয়তান তার ভীতি প্রদর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছে।

১৬৩২। এই আয়তে মানুষকে প্রলুক্ত করে সৎ পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান-প্রকৃতির লোকদের তিন প্রকার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে : (১) তারা দরিদ্র ও দুর্বলকে হিংস্তার ভয় দেখিয়ে বশে আনতে চায়, (২) হিংস্তার মৌখিক ভীতিপ্রদর্শনে যারা ভীত হয় না

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِئَكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ  
فَسَجَدُوا إِلَّا رَبِيلِيَّسْ هَقَالَ إِنَّمَا  
لِمَنْ خَلَقَتْ طَينًا <sup>۶۲</sup>

قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ زَ  
لَيْثَنَ أَخْزَنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا خَتَنَكَ  
دُرِّيَّةً إِلَّا قَلِيلًا <sup>۶۳</sup>

قَالَ أَذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ  
جَهَنَّمَ جَزَاءً كُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا <sup>۶۴</sup>

وَاسْتَفِرْ زَمِنَ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ  
أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَ  
شَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِذْهُمْ وَ  
مَأْيَعِدْهُمُ الشَّيْطَنُ إِلَّا غَرُورًا <sup>۶۵</sup>

৬৬। ৰ-নিশ্য আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন আধিপত্য<sup>১৩০০</sup> থাকবে না এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকই কার্যনির্বাহক হিসাবে যথেষ্ট।

৬৭। ৰ-তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকই তোমাদের নৌযানগুলোকে সাগরে চালিয়ে থাকেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। নিশ্য তিনি তোমাদের প্রতি বার বার কৃপাকারী।

৬৮। ৰ-আর সমুদ্রে তোমাদের ওপর যখন বিপদ এসে পড়ে তখন একমাত্র তিনি ছাড়া তোমরা অন্য যাদের ডেকে থাক তারা (তোমাদের মন থেকে) উধাও হয়ে যায়। এরপর তিনি যখন তোমাদের রক্ষা করে স্থলে নিয়ে আসেন তখন তোমরা (তাঁর দিক থেকে আবার) মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ<sup>১৩০৪</sup>।

৬৯। ৰ-তোমরা কি এ (ব্যাপারে) নিরাপদ হয়ে গেছ যে তিনি স্থলভাগের কিনারায় তোমাদের পুঁতে দিবেন না অথবা তোমাদের ওপর এক প্রচন্ড ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কার্যনির্বাহক খুঁজে পাবে না।

দেখুন : ক. ১৫৪৪১; ৩৮৪৮৪ খ. ১৪৪৩৩; ২২৪৬৬; ৪৫৪১৩ গ. ১০৪১৩; ১১৪১০, ১১; ২৩৪৬৫; ৩০৪৩৪; ৩৯৪৯; ৪১৪৫০-৫২; ৭০৪২১, ২২; ঘ. ৬৭৪১৭, ১৮।

তাদের বিরুদ্ধে তারা কঠোর পক্ষা অবলম্বন করে। তাদের বিরুদ্ধে পরম্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত আক্রমণ চালায় এবং তাদেরকে সর্বগ্রাহ্য নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে এবং (৩) তারা ক্ষমতাশালী এবং অধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে প্রলোভনের মাধ্যমে দলে ভিড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায় এবং যদি তারা শুধু সত্যের সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদেরকে নেতা বানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১৬৩৩। মানুষের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান না ঘটা পর্যন্ত সে শয়তানী প্রলোভনের শিকার হতে পারে, অর্থাৎ যে পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয় সে পর্যন্ত শয়তানের দল তাকে (মানুষকে) বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করে।

১৬৩৪। মানুষের স্বত্বাব এমনই যে যখন সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন সে ন্যূন হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সৎ জীবনযাপন করবে বলে শপথ করে। কিন্তু একবার বিপদমুক্ত হয়ে গেলেই সে পূর্ববৎ অহংকারী ও দাঙ্কিক হয়ে যায়।

إِنَّ عِبَادَيِنِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ وَّ  
كَفَى بِرَبِّكَ وَعَيْلًا<sup>(৩)</sup>

رَبُّكُمُ الَّذِي يَرْبِي لَكُمُ الْفُلَّاثَ فِي  
الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ مَا تَشَاءُ كَانَ  
يُكْمَرَ حَيَّا<sup>(৪)</sup>

وَلَذَا مَسَكْمُ الظُّرُفِ فِي الْبَخْرِ صَلَّ مَنْ  
تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ جَ فَلَمَّا تَجْعَلُمْ لَيْ  
الْبَرِّ أَغْرَضْتُمْهُ وَكَانَ الْأَنْسَانُ كَفُورًا<sup>(৫)</sup>

آفَأَمْنَتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُلِّ جَانِبِ الْبَرِّ أَوْ  
يُؤْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاتٍ لَا تَجِدُونَ  
وَكَيْلًا<sup>(৬)</sup>

৭০। অথবা তোমরা কি এ (ব্যাপারেও) নিরাপদ হয়ে গেছ যে তিনি তোমাদের আরো একবার সেখানে (অর্থাৎ সাগরে) ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ওপর এক প্রবল ঝঁঝাবায়ু বইয়ে দিবেন না এবং তোমাদের অক্তজ্ঞতার দরুণ তোমাদের ডুবিয়ে দিবেন না? তখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে নিজেদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণকারী খুঁজে পাবে না।

৭১। আর অবশ্যই আমরা আদম সত্তানকে<sup>১৬৩০</sup> সম্মানে ভূষিত করেছি। আমরা এদেরকে জলেস্ত্রে<sup>১৬৩৫-ক</sup> বাহন দান করেছি, পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিয়্ক দিয়েছি এবং আমরা যাদের [১০] <sup>৭</sup> স্থিতি<sup>১৬৩৫-খ</sup> করেছি তাদের অনেকের ওপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব <sup>৭</sup> দিয়েছি।

৭২। (শ্বরণ কর) যেদিন আমরা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে তাদের নেতৃত্ব দাকবো। এরপর তাদের যাদের আমলনামা তাদের খান<sup>১৬৩৬</sup> হাতে দেয়া হবে তারাই (আঘাতবরে) নিজেদের আমলনামা পড়বে এবং তাদের প্রতি চুল পরিমাণও অবিচার করা হবে না।

৭৩। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহকালে অঙ্ক থাকবে সে পরকালে<sup>১৬৩৭</sup> অঙ্ক হবে এবং সবচেয়ে বেশি বিপথগামী হবে।

দেখুন ৪ ক. ৬৭৪১৮ খ. ৬৯৪২০; ৮৪৪৮,৯ গ. ২০৪১২৫।

১৬৩৫। সকল আদম সত্তানকে আল্লাহ তাআলা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেননি। এই আয়াত বর্ণ, ধর্ম, বংশ ও জাতিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মূর্খ ও বিচারবুদ্ধিহীন সকল ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের সকল উপায় বা পথ সকল মানুষের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত এবং এই সমস্ত পথ বা উপায় তার জন্য জলে ও স্ত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬৩৫-ক। কুরআন করীমে সমুদ্র ভ্রমণের উপর জোর দেয়াকে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। সকল আরবের মধ্যে আঁ হ্যরত (সাঃ) এর সারা জীবনে সমুদ্র যাত্রার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন একজন আরববাসীর নিকট অবতীর্ণ হওয়া এক কিতাবে সমুদ্র ভ্রমণের গুরুত্বের উপর এত বেশি জোর দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিতকরণে প্রমাণ করে। কুরআন তাঁর রচনা হতে পারে না। কেননা তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমুদ্র ভ্রমণের উপকারিতা জানতেন না।

১৬৩৫-খ। পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্বকারী মর্যাদার অধিকারী মানুষ অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৬৩৬। ডান হাত আশীর্বাদের প্রতীক এবং বাম হাত শাস্তির প্রতীক। মানবদেহেও ডান দিক বাম দিকের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে চলে। কারণ ডান দিকের গ্রথিত কোষসমূহ বাম দিকের তুলনায় অধিক শক্ত। কারো কর্মের খতিয়ান তার ডান হাতে দেয়ার মর্যাদা হলো, তা শুভ ও আশিসপূর্ণ আমলনামা (কর্মলিপি) হবে। 'ডান হাত' শক্তি এবং ক্ষমতাকে বুঝায় (৬৯:৪৬)। বিশ্বাসীরা তাদের আমলনামা ডান হাতে ধারণ করবে- এই কথার মর্ম, ইহজীবনে তারা পুণ্যকে দৃঢ় সংকলনের সাথে ধরেছিল। সেই সময়ে অস্বীকারকারীদের কর্তৃক তাদের কর্মলিপি বাম হাতে ধারণ করার মর্ম, তারা পূর্বজীবনে যথার্থভাবে অধ্যবসায়ের সাথে নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টা চালায়নি।

১৬৩৭। যারা ইহকালে আধ্যাত্মিক চোখের সঠিক ব্যবহার করে না তারাই পরকালে আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে বিপ্রিত থাকবে। পবিত্র কুরআন ব্যক্ত করে, যারা আল্লাহ তাআলার নির্দর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে দেখে না এবং তা থেকে কোন উপকার লাভ করে না তারাই অজ্ঞ। তারা পরজীবনেও আধ্যাত্মিকভাবে অন্ধক থাকবে।

أَمْ أَمْتَهُمْ أَنْ يُعِينَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى  
فَيُرِسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ  
فَيُغَرِّقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا  
لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعَيْعًا ⑦

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنِيَّ أَدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي  
الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطِّبَّابِ  
وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ حَلَقْنَا  
عَنْ تَفْضِيلًا ⑧

يَوْمَ نَذِعُوا كُلَّ أُنَيْسٍ بِإِمَامًا مِهْمَاجَ  
فَمَنْ أُوتِيَ حِكْمَةً بِيَمِينِهِ قَادِلِيَّا  
يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ⑨

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ آعْمَلَ فَهُوَ فِي الْأُخْرَةِ  
آعْمَى وَ أَصْلَى سَبِيلًا ⑩

৭৪। <sup>ك</sup>আর আমরা তোমার প্রতি যা ওহী করেছি এর দরজন তারা অবশ্যই তোমাকে (এমন) দুঃখকষ্টে ফেলে দেয়ার উপক্রম করতো যাতে তুমি (ভীত হয়ে) এ (বাণীর) পরিবর্তে অন্য<sup>১৬৩৮</sup> কিছু বানিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপ কর। আর (তুমি যদি এমনটি করতো) তাহলে তারা অবশ্যই তোমাকে তৎক্ষণাত্ম বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত।

৭৫। <sup>ك</sup>আর আমরা যদি তোমাকে (কুরআন দিয়ে) দৃঢ়তা দান নাও করতাম তথাপি তুমি তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়তে না বললেই চলে<sup>১৬৩৯</sup>।

৭৬। (এমনটি যদি হতো তাহলে) আমরা তোমাকে জীবনে এবং মরণেও দিগ্নগ আয়াব অবশ্যই ভোগ করাতাম। তখন তুমি আমাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পেতে না।

৭৭। আর তারা অবশ্যই তোমাকে এ দেশ থেকে বের<sup>১৬৪০</sup> করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন চক্রান্ত করে চলেছে যেন তারা তোমাকে (তয় দেখিয়ে) দেশান্তর করতে পারে। এমনটি (যদি হয় তবে) <sup>ك</sup>তারাও তোমার পরে অল্প কিছু দিনই সেখানে (টিকে) থাকবে।

৭৮। <sup>ك</sup>তোমার পূর্বে আমরা যেসব রসূলকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও আমাদের এ রীতি প্রযোজ্য ছিল। আর তুমি আমাদের রীতিনীতিতে কোন পরিবর্তন দেখতে পাবে না।

৮  
[৭]

দেখুন ৪ ক. ১০৪১৬; ৬৮৪১০ খ. ২৫৪৩৩ গ. ৮৪৩১; ৬০৪২ ঘ. ৩০৪৬৩; ৩৫৪৪৪; ৪৮৪২৪।

১৬৩৮। কুরআন শরীকে স্পষ্ট প্রকাশিত ঐশী শিক্ষাসমূহ যা রসূলে করীম (সাঃ) এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল তা পরিবর্তন করার জন্য এবং নানা দুরভিসন্ধি দ্বারা তাঁকে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে কাফিররা তাঁর বিরুদ্ধে চরম বাধাবিপত্তি সৃষ্টির জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিল। কাফিরদের এইসব অশুভ পরিকল্পনা যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল, সে সম্বন্ধেই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬৩৯। আঁ হযরত (সাঃ) এর স্বত্বাব এতই পবিত্র ও খাঁটি ছিল যে পবিত্র কুরআন যদি তাঁর প্রতি অবতীর্ণ নাও হতো এবং তিনি তাঁর সম্বন্ধে আল্লাহু তাআলার মহান অভিপ্রায় জ্ঞাত নাও হতেন তথাপি তিনি শিরক বা অংশীবাদিতার প্রতি ঝুঁকে পড়তেন না।

১৬৪০। নবী করীম (সাঃ) এর শক্ত পক্ষ তাঁর উপর কলক্ষ আরোপ করে আইন বলে নির্বাসন দিয়ে তাঁকে কলক্ষিত করতে চেয়েছিল যাতে লোকচোখে তাঁর সকল সামাজিক মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহু তাআলা নিজেই তাঁকে মক্কা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়ে সেই মিথ্যা কলক্ষ আরোপ থেকে রক্ষা করলেন, যা তাঁকে মক্কা নগরীর নাগরিকত্ব থেকে বন্ধিত করার সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الذِّي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ فَ  
وَإِذَا لَا تَخْذُلَكَ خَلِيلًا<sup>④</sup>

وَلَوْلَا أَن شَبَّثْنَاكَ لَقَدِ اكْتَسَتَ تَرْكَنَ  
رَالْيَمْ شَيْئًا قَلِيلًا<sup>⑤</sup>

إِذَا لَمْ يَذْكُرْنَكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَغْفَ  
الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا<sup>⑥</sup>

وَإِن كَادُوا لَيَشْتَرِفُوكَ مِنَ الْأَرْضِ  
لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَمْ يُلْبِثُونَ  
خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا<sup>⑦</sup>

سَنَةً مَنْ قَدْ أَزْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسْلِنَا وَ  
لَا تَجِدُ لَسْنَنَا تَخْوِيلًا<sup>⑧</sup>

৭৯। সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত ক্রতুমি নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও। নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন (একটি বিষয়) যে এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়।<sup>১৬৪১</sup>

৮০। আর রাতের এক অংশেও এ (কুরআন পাঠের) মাধ্যমে তুমি তাহাজ্জুদ পড়। এটা হবে তোমার জন্য নফল<sup>১৬৪২</sup> (অর্থাৎ অতিরিক্ত অনুগ্রহ) স্বরূপ। আশা করা যায় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায়<sup>১৬৪৩</sup> অধিষ্ঠিত করবেন।

৮১। আর তুমি বল, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে উত্তমভাবে প্রবেশ করাও এবং আমাকে উত্তমভাবে বের কর।<sup>১৬৪৪</sup>। আর তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য এক শক্তিশালী সাহায্যকারী দান কর।’

৮২। আর তুমি বল, ‘সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা পালিয়েই।<sup>১৬৪৫</sup> থাকে।

أَقْبَلَ الصَّلُوةَ لِدُلُولِ الشَّمْسِ إِلَى عَسْقِي  
الْيَنِيلَ وَقَرَانَ الْفَجْرِ، رَأَى قُرَانَ الْفَجْرِ  
كَانَ مَشْهُودًا①

وَمِنَ الْيَنِيلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ تَأْفِلَةً لَكَ ۝  
عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا  
مَحْمُودًا②

وَقُلْ رَبِّ آذْخَلْنِي مُذْهَلَ صِدْقِي وَ  
آخْرَجْنِي مُحْرَجَ صِدْقِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ  
لَذْنِكَ سُلْطَنًا نَصِيرًا③

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهْقَ الْبَاطِلُ ۝  
الْبَاطِلُ كَانَ زَهْرَقًا④

দেখুন ৪ ক. ১১৪১৫; ২০৪১৩১; ৩০৪১৮, ১৯; ৫০৪৪০ খ. ৫০৪৪১; ৫২৪৫০; ৭৩৪৩-৫; ৭৬৪২৭ গ. ২১৪১৯; ৩৪৪৫০।

১৬৪১। ‘দালাকাশ্মামসু’ অর্থঃ (১) সূর্য পৃথিবীর মধ্য রেখা থেকে সরে গেল অর্থাৎ মধ্যাহ্ন সূর্য ঢলে পড়লো, (২) সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলো, (৩) সূর্য অন্ত গেল। ‘গাসাকা’ অর্থ রাতের অন্দকার, অথবা সূর্যাস্তের পর দিগন্তের লালিমা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখনকার অবস্থা (লেইন, মফরাদাত)। এই আয়তে ইসলামের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ণীত হয়েছে। ‘দুলুক’ শব্দটি তিন প্রকার অর্থে যোহর, আসর এবং মাগারিবের নামাযের সময় নির্দেশ করে। ‘গাসাকিল্লায়লে’ বাক্যাংশটি সূর্যাস্তের পর মাগারিবের নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে, কিন্তু তা বিশেষভাবে রাতের নামায অর্থাৎ এশার নামাযের প্রতি নির্দেশ করছে। ‘কুরআনালু ফাজরে’ শব্দগুলো ফজরের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

১৬৪২। এই আয়তে লিপিবদ্ধ ‘নাফেলাতান’ এর অন্য অর্থ বিশেষ অনুগ্রহ এবং তা এই মর্ম ব্যক্ত করছে, নামায ক্লান্তিকর বোঝা নয়, বরং তা সাধকের জন্য সুবিধা এবং আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কারণ বিশেষ।

১৬৪৩। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মতো দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির বিকল্পে এত অধিক বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার এবং গালাগালি করা হয়নি এবং নিশ্চিতরূপেই এত বেশি ঐশ্বৰ্য্য প্রশংসন আর কোন মানব পায়নি এবং এত অধিক ঐশ্বৰ্য্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষিত করার জন্য অনুসারীদের দুরুদ প্রেরণের পাত্রও অন্য কোন ব্যক্তি হয়নি। নীরব নিথর গভীর রাতে মু'মিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাজ্জুদ নামায সর্বোত্তম সাধনা। নিজেনে একাকী সে এতে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে গোপনে এক পবিত্র যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।

১৬৪৪। আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ) এর মিনতিপূর্ণ দোয়া কবল করেন এবং এই সূরার ২৮ আয়তে উল্লেখিত ‘ইস্রার’ সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্থীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে দ্রবর্তী মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন (১৭৪২)। বাক্যে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই সুস্বাদু দেন, তাঁকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জন্য রসূল করীম (সাঃ) আদেশ প্রাপ্ত হন, তিনি যেন একুশ আশা নিয়ে দোয়া করেন যে তাঁর মদীনায় প্রবেশ যেন দ্বিতীয় আশিসপূর্ণ হয় এবং বর্তমান বাসস্থান মক্কা থেকে তাঁর হিজরতও যেন নিরাপদ হয়।

১৬৪৫। কুরআন মজীদের রচনাশৈলী এমনি বিশ্ময়কর যে কোন কোন সন্দেহাতীত বিশয়ে ভাব প্রকাশার্থে এমন বিশেষ শব্দ বেছে নেয়া হয়েছে যা ঘটনাবলীর সুনীর্ধ ধারাবাহিকতাকে চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেয়। এই নির্দিষ্ট দ্রষ্টব্য-‘মিথ্যা পালিয়েছে’ ভাবটি অন্য শব্দ দ্বারাও প্রকাশ পেতে পারতো যথা : ‘হালাকা’ (ধৰ্সন), ‘বাতেলা’ (অনাবশ্যক বা অকর্মণ্য)। কিন্তু এই দুটি শব্দের কোনটিই ক্রমশ দুর্বল হতে হতে বিলোপ হয়ে যাওয়া ভাব প্রকাশ করতো না, যেই ভাব ‘যাহাকা’ শব্দ দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। তফসীরাবীন আয়াত এই ইঙ্গিত বহন করে, নবী করীম (সাঃ) মদীনায় প্রবেশ করার পর তাঁর শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং তাঁর শক্তিদের ক্ষমতার পতন হতে হতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তদুপরি কুরআনের রচনাভঙ্গি এমন চমৎকার যে ছন্দবদ্ধ কবিতা না হয়েও এর আয়াতসমূহ কাব্যিক ছন্দে সুর ও ব্যঙ্গনা বহন করে, যা না হলে চরম অনন্দানুভূতি পূর্ণভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) যখন কা’বা শরীফ থেকে মৃত্যুগুলোকে সরাছিলেন, যেগুলো দ্বারা বায়তুল্লাহকে অবৈধভাবে দখল করে অপবিত্র করা হয়েছিল, তখন তিনি মৃত্যুগুলোকে ভাঙ্গার সাথে সাথে এই আয়তে করীমা পুনঃ পাঠ করছিলেন।

৮৩। আর ক্ষেত্রে কুরআনের (সেই শিক্ষা) অবতীর্ণ করি, যা আরোগ্য ও মুমিনদের জন্য কৃপাবিশেষ। আর এটা কেবল যালেমদের ক্ষতিকেই বাড়িয়ে দেয়।

৮৪। আর আমরা যখন মানুষকে পুরস্কার দেই তখন সে (তা) উপেক্ষা করে এবং (তা থেকে) সে পাশ কাটিয়ে দূরে সরে যায়। আর সে যখন কোন অনিষ্টের শিকার হয় তখন সে ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ে।

৮৫। তুমি বল, ‘প্রত্যেকেই তার সহজাত প্রবৃত্তি<sup>১৬৪৬</sup> অনুযায়ী [৭] কাজ করে।’ তবে যে সর্বাপেক্ষা সঠিক পথে পরিচালিত ৯ রয়েছে তাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালক ভালো করেই জানেন।

৮৬। আর তারা তোমাকে রুহ<sup>১৬৪৭</sup> সমझে জিজেস করে। তুমি বল, ‘রুহ’ আমার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে (সৃষ্টি হয়েছে) এবং (এ স্পর্কে) তোমাদেরকে অতি অল্পই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।’

৮৭। আর আমরা যদি চাই তাহলে নিষ্য আমরা তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই উঠিয়ে নিতে<sup>১৬৪৮</sup> পারি। সেক্ষেত্রে তুমি আমাদের বিরণে তোমার জন্য এ বিষয়ে কোন কার্যনির্বাহক পাবে না।

দেখুন ৪ ক. ১০৪৫৮; ১২১১২; ১৬৪৯০ খ. ১৭৪৬৮ গ. ২৮৪৬।

১৬৪৬। ‘আলা শাকিলাতিহী’ শব্দসমূহের অর্থ তার মতলব, চিন্তাধারা, অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য।

১৬৪৭। ইহুদী জাতি নিজেদের আঞ্চলিক অধ্যপতনের যুগে আধুনিক আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক ধীওসফিস্ট ও হিন্দু যোগীদের ন্যায় যাদুবিদ্যার চর্চা শুরু করেছিল। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর যমানায় মদীনাবাসী ইহুদীদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি এই যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিয়েছিল বলে মনে হয়। এই কারণেই নবী করীম (সাঃ)কে মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য তারা মুশরিকদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল, তারা যেন নবী করীম (সাঃ)কে মানবাদ্বা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। পরিব্রত কুরআন তফসীরাধীন আয়াত দ্বারা তাদেরকে এই বলে উভর দিছে, আল্লাহর হৃকুমে আজ্ঞার উৎপত্তি হয় এবং এটা তাঁরই হৃকুমে ত্রুট্য বলিয়ান হয়। এছাড়া অন্য যা কিছু যাদুবিদ্যা বা তথাকথিত আধ্যাত্মিক চর্চার বলে অর্জিত বলে দাবী করা হয় তা সমস্তই দমবাজি বা ভানমাত্র। হ্যরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর মতে মানবাদ্বা প্রকৃতি সম্পর্কে প্রশ্নাটি মুক্তাতে প্রথমে আঁ হ্যরত (সাঃ)কে করেছিল মুক্তার কোরায়শরা এবং এর পরে মদীনাতে ইহুদীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। আল্লাহ তাআলার সরাসরি হৃকুমে আজ্ঞার সৃষ্টি হয় বলে এখনে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মজীদ অনুযায়ী সকল সৃষ্টি দৃষ্টি শ্রেণীভুক্ত ৪(১) আদি সৃষ্টি যা পূর্ব থেকে সৃষ্টি কোন সত্তা বা পদার্থের অবলম্বন ছাড়া সৃজন করা হয়েছে, (২) পরবর্তী সৃষ্টি যা পূর্বে সৃজিত উপায়, উপকরণ এবং বস্তুর সাহায্য অবলম্বনে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সৃষ্টি ‘আমর’ অর্থাৎ হৃকুমের পর্যায়ভুক্ত (২৪১১৮) এবং পরবর্তী সৃষ্টিকে বলা হয় খাল্ক (সৃজন করতে থাকা)। মানবাদ্বা প্রথমোক্ত সৃষ্টির শ্রেণীভুক্ত। রুহ শব্দের অর্থ ইলহাম বা ঐশীবাণীও হয় (লেইন)। পূর্বে বর্ণিত প্রসঙ্গ এই অর্থকে সমর্থন করে।

১৬৪৮। মনে হয় এই আয়াত এক ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করছে এবং তাহলো, এক সময় আসবে যখন কুরআনের জ্ঞান পৃথিবী থেকে উঠে যাবে। অনুরূপ একটি অভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী রস্তা করীম (সাঃ) থেকে মারদাওয়াই, বায়হাকী এবং ইবনে মাজাহ হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে, এমন এক সময় আসবে যখন কুরআনের মর্মবাণী এবং মার্বেফাত ও প্রকৃত অর্থ পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সেই যুগের তথাকথিত সুফীগণ ও অতীন্দ্রিয়বাদীগণ ও তাদের আদিকর্পী ইহুদীদের মতো অতিথৃকৃত শক্তির দাবীদাররা সকলে মিলে তাদের পরম্পরের সহযোগিতায় পরিকল্পিত পূর্ণ প্রচেষ্টা দ্বারা ও তা অর্থাৎ কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে সম্ভব হবে না।

وَنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ  
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَكَيْزِيرَ  
الظَّلَمِيْنَ إِلَّا خَسَارًا<sup>১৬</sup>

وَإِذَا آتَيْنَاهُنَا عَلَى الْأَنْسَابِ أَغْرَصَ  
وَنَأْبَجَانِيهِ وَإِذَا أَمْسَهَ الشَّرْكَانَ  
يَئُوسًا<sup>১৭</sup>

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَكَلِتِهِ فَرَبِّكُمْ  
أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا<sup>১৮</sup>

وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّذُوحِ قُلِ الرُّؤْمُ مِنْ  
آمِرِ رَبِّنِي وَمَا أُوتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا  
قَلِيلًا<sup>১৯</sup>

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ يَا لَذَّتِي  
أَوْ حَيْنَا إِلَيْنَا شَرَّ كَمَا تَعْهُدْ لَكَ بِهِ  
عَلَيْنَا وَكَيْلًا<sup>২০</sup>

৮৮। তবে <sup>ك</sup>তোমার প্রভু-প্রতিপালকের (বিশেষ) কৃপাই (তোমাকে রক্ষা করেছে)। নিচয় তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ অনেক বড়।

৮৯। <sup>ك</sup>তুমি বল, 'সব মানুষ এবং জিনও যদি এ কুরআনের অনুরূপ (কিছু) নিয়ে আসার জন্য একে হয় তবুও তারা এর অনুরূপ<sup>১৬৪</sup> (কোন কিছু) আনতে পারবে না, এমনকি তারা একে অপরের সাহায্যকারী হলেও (তা আনতে পারবে না)।

৯০। আর <sup>ك</sup>আমরা মানুষের জন্য নিচয় এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত<sup>১৬৫</sup> বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করেছি। তবুও অধিকাংশ লোক কেবল অকৃতজ্ঞতার দরশন (তা) অঙ্গীকার করলো।

৯১। আর তারা বলে, 'আমরা তোমার প্রতি কখনো ঈমান আনবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য মাটি থেকে কোন ধারণা উৎসারিত না করবে

৯২। <sup>ك</sup>অথবা তোমার খেজুর ও আঙ্গুরের কোন বাগান হবে এবং তুমি এর মাঝ দিয়ে নদনদী<sup>১৬৬</sup> প্রবাহিত না করবে

৯৩। অথবা তোমার ধারণা অনুযায়ী আকাশ টুকরো টুকরো করে আমাদের ওপর না ফেলবে অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশ্তাদেরকে (আমাদের) সামনাসামনি এনে উপস্থিত না করবে

দেখুন : ক. ২৮ঃ৮৭ খ. ২৩২৪; ১০৩৯; ১১১৪; ৫২৩৫ গ. ১৭৪২; ১৮৪৫৫ ঘ. ২৫৪১।

১৬৪৯। যারা তন্ত্রমন্ত্র বা যাদুবিদ্যাতে বিশ্বাস করে তাদেরকে প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয় যে তাদের সাহায্যের জন্য সমন্বয় আয়া (প্রেত), যাদের নিকট থেকে তারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান পাওয়ার দাবী করে, তাদেরকে ডেকে আনা উচিত। এই চ্যালেঞ্জ কুরআন পাকের ঐশ্বী উৎস হওয়ার অঙ্গীকারকারী সকল যুগের সকল মানুষের জন্য সমত্বে প্রযোজ্য।

১৬৫০। মানুষের বৃত্তিসমূহ সীমাবদ্ধ। সেই কারণে সে শুধু সীমিতভাবেই তার সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু কুরআন মজীদ সেই সকল বিষয়েরই সামগ্রিক সমাধান দিয়েছে যা মানবের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত।

১৬৫১। নিজেদের আপত্তিমূলক প্রশ্নের জবাবে মক্কার অধিবাসীরা কুরআনের যুক্তির সম্মুখে হতবুদ্ধি হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। তারা তখন নবী করীম (সা:) এর নিকট দাবী উঠাপন করে বললো, কুরআনে যদি সর্বপ্রকার জ্ঞানই অস্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে অলৌকিক ঘটনাবলী সংঘটনে তাঁর সক্ষম হওয়া উচিত, যেমন ভূগর্ভ থেকে পানির বর্ণ নির্গত করা, উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করা, তাঁর নিজের জন্য স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ তৈরি করা, ইত্যাদি।

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ مَا إِنَّ قَضَيْهَ كَانَ  
عَلَيْكَ كَبِيرًا<sup>(৩)</sup>

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأَرْضُ وَالجِنُونَ  
عَلَى آنِي يَأْتُونَا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ  
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَخْضُهُمْ  
لِيَغْنِي فَلِمَنِ<sup>(৪)</sup>

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
مِنْ كُلِّ مَثَلٍ رَفَاهَيْ آخِذُ النَّاسِ  
إِلَّا كُفُورًا<sup>(৫)</sup>

وَقَاتُوا لَنَّ ثُؤْمَنَ لَكَ حَتَّى تَفْجِرَ  
لَنَائِمَنَ الْأَرْضِ يَئْبُوْعَانًا<sup>(৬)</sup>

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً قَنْ تَخِيلُ وَعِنَابِ  
فَتَفْجِرَ أَلْأَنْصَرَ غَلَّهَا تَفْجِيرًا<sup>(৭)</sup>

أَوْ تُسَقِّطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا  
كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ  
قِيلَالًا<sup>(৮)</sup>

৯৪। অথবা তোমার সোনার কোন ঘর না হওয়া পর্যন্ত অথবা তুমি আকাশে উঠে না যাওয়া পর্যন্ত (আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো না)। কিন্তু আমরা তোমার (আকাশে) উঠার ব্যাপারটিও কখনো বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ তুমি আমাদের জন্য এমন [৯] কোন কিতাব (সেখান থেকে) নামিয়ে না আনবে যা আমরা [১০] পড়তে পারি।' তুমি বল, 'আমার প্রভু-প্রতিপালক (এসব থেকে) ১০ পবিত্র। আমি তো কেবলমাত্র একজন মানুষ-রসূল<sup>১৬২</sup>।'

৯৫। 'আর মানুমের কাছে যখন হেদায়াত এল তখন এতে তাদের ঈমান আনতে কেবল তাদের এ কথা বলাটাই বাধা দিল, 'আল্লাহ কি একজন মানুষকেই রসূল করে পাঠালেন?'

৯৬। তুমি বল, 'পৃথিবীতে যদি ফিরিশ্তারা (বসবাসরত অবস্থায়) নিশ্চিতে চলাফেরা করতো খ্তবে নিশ্চয় আমরা আকাশ থেকে তাদের প্রতি কোন ফিরিশ্তাকেই রসূল<sup>১৬৩</sup> করে অবর্তীণ করতাম।'

৯৭। তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মাঝে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের বিষয়ে সদা অবহিত (ও তাদের ওপর) গভীর দৃষ্টিদাতা।'

৯৮। 'আর আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি যাদের বিপথগামী সাব্যন্ত করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁর বিপক্ষে কোন সাহায্যকারী পাবে না। আর ওকিয়ামত দিবসে আমরা তাদের উদ্দেশ্য (ও নিয়ত) অনুযায়ী অঙ্গ, মূক এবং বধিরঝরপে তাদের একত্র করবো। তাদের ঠাঁই হবে জাহানাম। এ (জাহানাম) যখনই নিষ্ঠেজ হতে থাকবে (তখনই) আমরা তাদের জন্য আগুন<sup>১৬৪</sup> বাঢ়িয়ে দিব।

ঞ্চ  
ঞ্চ

দেখুন : ক. ১৯৮০; ২৩৮২৫; ৩৪৮৪৪ খ. ২৩৮২৫; ২৫৮২২; ৪৩৮৬১ গ. ১০৮৩০; ১৩৮৪৪; ২৯৮৫৩; ৪৬৮৯ ঘ. ৭৪১৭৯; ১৮৮১৮; ৩৯৮৩৭-৩৮  
ঙ. ৬৪১২৯; ১৯৮৬৯।

১৬৫২। অঙ্গীকারকারীদের সব মূর্খতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে, তাদের এই সকল দাবী আসলে করা হয়েছে আল্লাহ প্রেরিত রসূল (সাঃ) এর ক্ষেত্রে। প্রথমোক্ত দাবী ধৃষ্টাপূর্ণ এবং আল্লাহ তাআলা এইরূপ মূর্খতার উর্ধ্বে। শেষোক্ত দাবী যা রসূল করীম (সাঃ) এর সাথে সম্বন্ধিত সেগুলো সীমাবদ্ধ মানবীয় শক্তির অসাধ্য এবং আল্লাহ তাআলার নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

১৬৫৩। এই আয়াতের দুটি অর্থ হতে পারে : (ক) ফিরিশ্তা কেবল ফিরিশ্তা-প্রকৃতির মানুমের প্রতি অবর্তীণ হতে পারে, বিপরীত চরিত্রের মানুমের উপর নয়। তবে কাফিররাও যদি তাদের জীবনে ফিরিশ্তাবৎ চারিত্রিক পরিবর্তন আনতে পারে তাহলে তাদের প্রতি ফিরিশ্তা অবর্তীণ হবে, (খ) একই জাতীয় বন্ধু বা সন্তা শুধু একে অন্যের নমুনা বা আদর্শ হতে পারে। এ জন্যই একজন মানুষই কেবল মানবজাতির নিকট নবীরসূল হতে পারেন। কারণ একমাত্র মানুষই অন্য মানুমের জন্য আদর্শ হতে পারে।

১৬৫৪। দীর্ঘকাল জাহানামের আগুনে জলে কাফিরদের অনুভূতি যখন তোঁতা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অনুভূতি শক্তি তীক্ষ্ণ করে দিবেন এবং তারা পুনরায় পূর্বের মতো আগুনের দহনজ্বালা ভোগ করতে থাকবে।

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ خُرُوفٍ  
أَوْ تَرْزُقُ فِي السَّمَاءِ وَلَكَ نُؤْمِنَ  
لِرُقْبَتِكَ حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا  
نَقْرَوْهُ دَقْلٌ سَمِحَانٌ رَّفِيقٌ هَلْ كُنْتُ  
إِلَّا بَشَّارًا مُّسْوَلًا

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ  
هُمُ الْمُهَدَّى إِلَّا أَنْ قَاتَلُوا أَبْعَثَ اللَّهُ  
بَشَّارًا مُّسْوَلًا

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ  
يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَتَرَّلَنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ  
السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ رَّسُولًا

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بِأَبِيهِنِي وَبَيْتَهُمْ  
لَانَّهُ كَانَ بِعِبَادَةِ حَبِّيْرًا تَصِيرًا

وَمَنْ يَهْدِي النَّاسَ فَهُوَ الْمُهَتَّجِ وَمَنْ  
يُضْلِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلَيَاءَ مِنْ دُونِهِ  
وَنَخْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ  
وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا  
مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَثَ زَنْهُمْ  
سَعِينِرًا

৯৯। ক-এ (আগুন) তাদেরই (কর্মের) প্রতিফল। কারণ তারা আমাদের নির্দশনাবলীকে অঙ্গীকার করেছিল এবং বলেছিল, ‘আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হব আর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির<sup>১৬৫৫</sup> আকারে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?’

১০০। তারা কি জানে না, নিশ্চয় যে ‘আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের<sup>১৬৫৬</sup> মত (মানুষ) সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর তিনি যে তাদের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যালেমরা কেবল অকৃতজ্ঞতার দরুণ অঙ্গীকার করলো।

১০১। তুমি বল, ‘তোমরা যদি আমার প্রভু-প্রতিপালকের কৃপাভাসারের মালিক হতে তবুও তোমরা (তা) খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে অবশ্যই (তা) আঁকড়ে ধরে রাখতে। আর মানুষ বড়ই কৃপণ।’

১০২। আর ঘ-আমরা মূসাকে অবশ্যই নয়টি সুস্পষ্ট নির্দশন<sup>১৬৫৭</sup> দান করেছিলাম। সুতরাং বনী ইসরাইলকে (সে অবস্থা সম্পর্কে) জিজেস করে দেখ। সে (অর্থাৎ মূসা) যখন তাদের (অর্থাৎ মিশরবাসীদের) কাছে এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল, ‘হে মূসা! আমি নিশ্চয় তোমাকে যাদুগ্রস্ত মনে করি।’

১০৩। সে বলেছিল, ‘তুমি নিশ্চয় জেনে গেছ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালকই এসব দৃষ্টি উন্মোচনকারী নির্দশন অবতীর্ণ করেছেন। আর হে ফেরাউন! আমি তোমাকে অবশ্যই ধ্রংসপ্রাণ বলে মনে করি।’

দেখুন : ক. ১৮:১০৭; ৩৪:১৮ খ. ১৭:৪৯; ২৩:৮৩; ৩৬:৭৯; ৩৪:১৭; ৫৬:৪৮ গ. ৩৬:৮২; ৪৬:৩৪; ৮৬:৯ ঘ. ৭৪:১৩৪; ২৭:১৩ ঙ. ২৭:১৪; ২৮:৩৭; ৪০:২৫।

১৬৫৫। ধর্ম এবং সত্যের প্রতি সর্বপ্রকার অঙ্গীকার প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পরের জীবনকে অগ্রহ্য করা বা অসত্য বলে মনে করার ফলশ্রুতি। এই কারণেই পৰিব্রত কুরআন পরকাল সম্বন্ধে অনেক বেশি জোর দিয়েছে এবং অতি জরুরী সকল ব্যাপারে বার বার পারলৌকিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৬৫৬। এই আয়াতে মৃত্যুর পরে জীবনের অস্তিত্ব বা সত্যতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে এক অকাট্য যুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের এখানে সরাসরি বলা হয়নি যে যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নতুন জন্ম দেয়ার ক্ষমতা রাখেন, সেহেতু তারা পুনর্জন্ম লাভ করবে। এই ধরনের কথা বলা হলে তা নিষ্ফল প্রমাণিত হতো। এখানে তাদেরকে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পরের জীবন সম্বন্ধে তারা যদি বিশ্বাস না করে তাহলে একইভাবে তারা এও অবিশ্বাস করতো, যদি তাদেরকে বলা হতো, তারা এখন যেসব দরিদ্র ও দুর্বল মুসলমানদেরকে গুরুত্বহীন এবং তুচ্ছ মনে করে তাদের নিকটেই অবিশ্বাসীদের ক্ষমতা ও র্যাদার চরম পরাজয় ঘটবে। তাদের নিজেদের ধ্রংস এবং দুর্বল মুসলমানদের বিজয় ও ক্ষমতা লাভ- এই ভবিষ্যত্বাণী আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও যথাসময়ে যদি তা সত্য প্রমাণিত হয় তবে মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে দাবী আপনান-আপনিই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

১৬৫৭। উক্ত নয়টি চিহ্ন বা নির্দশন কুরআনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা : (ক) ছড়ি বা লাঠি (৭:১০৮), (খ) শ্বেত হাত (৭:১০৯), (গ) ও (ঘ) অনাবৃষ্টি এবং ফলসমূহের ঘাটতি ও দৃশ্পাপ্যতা (৭:১৩১), (ঙ) বাড়তুফান, (চ) পঞ্চপাল, (ছ) উকুন বা তৎসদৃশ্য অন্যান্য কীট, (জ) ব্যাঙ এবং (ঝ) রক্তের শাস্তি (আমাশয় ইত্যাদি রোগ) (৭:১৩৪)।

ذلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا تَفْعَلُونَ  
إِنَّمَا يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ  
رُفَاتًا إِنَّمَا لَمْ يَبْغُوا ثُونَ حَلَقًا  
جَدِيدًا<sup>(৪)</sup>

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ  
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ آجَلًا  
لَا رَيْبَ فِيهِ فَابْنَ الظَّلِيمُونَ إِلَّا  
كَفُورًا<sup>(৫)</sup>

قُلْ لَوْا نَتَّمْ تَمْلِكُونَ حَرَارَثَ رَحْمَةً  
رَبِّيْنَ إِذَا لَكَ مَسْكُنَمْ خَشِيَّةً الْأَنْفَاقِ  
وَكَانَ أَلْهَرْ نَسَانُ قَتُورَا<sup>(৬)</sup>

وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ أَيْتَ  
بَيْتِنِتْ فَسَعَلَ بْنَي إِسْرَائِيلَ إِذَا  
جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَأَنْ رَأَيْتَ لَأَطْنَكَ  
لِمُوسَى مَسْخُورًا<sup>(৭)</sup>

قَالَ لَقَدْ عِلِّمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوْلَاءِ رَأَيْتَ  
رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَارَيْزَجَ وَرَافِيْ  
كَأَطْنَكَ يَفْرَعَوْنُ مَشْبُورًا<sup>(৮)</sup>

১০৪। সুতরাং দেশ থেকে তাদের উৎখাত করতে সে মনস্ত করলো। কিন্তু আমরা তাকে ও তার সাথে যারা ছিল তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।

★১০৫। আর তার (অর্থাৎ মূসার) পরে আমরা বনী ইসরাইলকে বললাম, ‘তোমরা এ (প্রতিশ্রূত) দেশে বসবাস কর। পরবর্তীকালের<sup>১৬৫৮</sup> প্রতিশ্রূত (সময়) যখন আসবে তখন আমরা তোমাদের আবার একত্র করে নিয়ে আসবো।’

১০৬। “আর আমরা সত্যসহ এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং যথার্থ প্রয়োজনে এটি অবতীর্ণ হয়েছে। আর তোমাকে আমরা কেবল সুসংবাদদাতা ও সর্তর্ককারী করেই পাঠিয়েছি।

১০৭। আর <sup>و</sup>আমরা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে<sup>১৬৫৯</sup> বিভক্ত করেছি যেন তুমি তা ধীরে ধীরে লোকদের পড়ে শোনাতে পার। আর আমরা এটিকে ক্রমাগতে অবতীর্ণ করেছি।

১০৮। তুমি বল, ‘তোমরা এর প্রতি ঈমান আন বা না আন, যাদেরকে এর (অবতরণের) পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তাদেরকে যখন এটি পড়ে শোনানো হয় তখন তারা অবশ্যই অবনত মন্তকে <sup>و</sup>সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।’

فَأَرَادَ آنِ يَسْتَفِزُّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ①

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ  
اَشْكُنُوا إِلَى الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَهُمْ عَذَابًا لَا يَخْرُقُ  
جِئْنَا بِكُمْ لِفِينَما ②

وَبِالْحَقِّ اتَّرَّلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَرَلْهُ وَمَا  
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ③

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ  
عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ④

قُلْ أَمْنَوْيَةٌ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الظَّاهِرَاتِ  
أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُشَلَّ  
عَلَيْهِمْ يَخْرُقُونَ لِلَّذِي أَنْ سُجَّدُوا ⑤

দেখুন : ক. ২৪৫১; ৭১৩৭; ৮১৫৫; ২০৪৭৯; ২৬১৬৭; ২৮৪৪১ খ. ৭১৩৮ গ. ৮১০৬; ৫৪৯; ৩৯৩ ঘ. ২৫৫৩৩; ৭৩৫ ঙ. ১১৩৫৯; ৩২১৬; ৩৮১৫।

১৬৫৮। এই আয়াত পরোক্ষভাবে প্রকাশ করছে, ইহুদী জাতির মতোই মুসলমান জাতি ও দুবার আযাবের সম্মুখীন হবে। এই দুইয়ের প্রথম বিপদ মুসলমানদের উপর নেমে এসেছিল যখন হালাকু খানের তাতার বাহিনীর নিকট বাগদাদের পতন ঘটেছিল। এখানে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বারের মতো তাদের উপর ঐশীশাস্তি পড়বে শেষ যুগে প্রতিশ্রূত মসীহ হয়রত ইমাম মাহদী (আঃ) এর যমানায়, ঠিক যেমন ইহুদী জাতি প্রথম মসীহ সিসা (আঃ) এর যুগে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই আয়াত ব্যক্ত করেছে, মুসলমানরা দ্বিতীয়বার যখন আযাবের সম্মুখীন হবে, যার অর্থ পরবর্তীকালের (আযাবের) প্রতিশ্রূতির পূর্ণতা, সেই সময় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের ইহুদীদেরকে পবিত্র ভূমিতে (প্যালেস্টাইনে) ফিরিয়ে আনা হবে। ‘বেলফোর ঘোষণা’র অধীনে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এবং তথাকথিত ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই ভবিষ্যদ্বাণী অসাধারণভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। ‘পরবর্তীকালের (আযাবের) প্রতিশ্রূতি’ মসীহ মাওউদ (আঃ) এর যুগের জন্য প্রযোজ্য।

১৬৫৯। কুরআন করীমকে দুই শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মিটাতে হয়েছিল : (১) প্রত্যক্ষভাবে যাদেরকে সঙ্গেধন করা হয়েছিল তাদের (মকাবাসী) অস্থায়ী আপত্তির উত্তর দিতে হয়েছিল এবং ইসলামে নবদীক্ষিত মুসলমানদের আধ্যাত্মিক চাহিদা জরুরীভাবে পূরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন মিটাতে হয়েছিল, (২) একে সর্ব যুগের মানবের বহুসংখ্যক এবং বিবিধ সমস্যাবলীর পথনির্দেশের নীতিমালা প্রদান করতে হয়েছিল। এই আয়াতে বলা হয়েছে, গোত্তুলিকদের আপত্তিসমূহের বিচারের উদ্দেশ্যে এবং প্রথম যুগের নও-মুসলিমদের আধ্যাত্মিক পরিচর্যা বা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কিছু আয়াত স্বাভাবিক কারণেই প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে সকল আয়াত মানুষের স্থায়ী জীবনী প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত সেগুলো পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। এই সকল কারণে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। যখনই কোন বিশেষ আপত্তি কাফিররা উত্থাপিত করতো তখন সেইসব আপত্তির জওয়াবসম্পত্তি আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতো। এইরপে যখন প্রাথমিক মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা দেয়ার জন্য উপদেশ দরকার হতো তখন

১০৯। আর তারা বলে, 'আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র। (এবং) আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিক্রিতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।'

১১০। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে অবনত মন্তকে লুটিয়ে<sup>১৬৬০</sup> পড়ে এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয়কে বাড়িয়ে দেয়।

১১১। <sup>۱۷</sup>তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্ বলে ডাক বা রহমান বলে ডাক, যে নামেই তাঁকে ডাক, সব সুন্দরতম নাম<sup>১৬৬১</sup> তাঁরই। অর তুমি <sup>۱۸</sup>তোমার দোষ্যা অতি উঁচু স্বরেও করো না বা অতি নিম্ন স্বরেও (করো না), বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর।

১১২। <sup>۱۹</sup>আর তুমি বল, 'সব প্রশংসা আল্লাহ্ রই, যিনি কখনো কোন পুত্র সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। আর দুর্বলতার কারণে (যে) তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হবে এমন কখনো হতে পারে না।'  
১১২। আর তুমি অতি (উত্তমরূপে) তাঁর গৌরব ঘোষণা কর।

وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا لَمْ يَكُنْ وَغَدْرٌ  
رَبِّنَا لَمْ يَفْعُلْ<sup>(۱-۴)</sup>

وَيَخْرُجُونَ لِلَّادِقَاتِ يَتَبَكَّرُونَ وَ  
بَزِيمُهُمْ خُشُوعًا<sup>(۵-۶)</sup>

قُلْ أَذْعُوا اللَّهَ أَوْ أَذْعُوا الرَّحْمَنَ  
أَيَّامًا تَذْعُوا فَلَهُ الْأَشْمَاءُ الْحُسْنَى  
وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثْ بِهَا  
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا<sup>(۷-۱۰)</sup>

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَنَحَّ  
وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ  
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلُّ وَكَيْزِرٌ  
تَكْبِيرًا<sup>(۱۱-۱۴)</sup>

দেখুন : ক. ১৮:৯৯; ১৯:৬২; ৪৬:১৭; ৭৩:১৯ খ. ৭:১৮১; ২০:৯; ৫৯:২৫ গ. ৭:৫৬, ২০৬ ঘ. ১৮:৫; ১৯:৩৬, ৯৩; ২৫:৩; ৭২:৪।

সেই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হতো। উক্ত পদ্ধতিতে মূলত কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল বটে, কিন্তু যেহেতু উপস্থিতি লোকদের অস্থায়ী প্রয়োজন মানব জাতির সর্বসাধারণের জন্য স্থায়ী প্রয়োজন থেকে ভিন্নতর ছিল, সেইজন্য পরবর্তী সময়ে কুরআন করীম যেভাবে বিন্যস্ত করে অস্থাকারে সংকলিত হয়েছে তা স্বাভাবিক কারণেই অবতীর্ণ হওয়া পদ্ধতি থেকে ভিন্ন।

১৬৬০। সিজদারত অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার অত্যুচ্চ মহত্ত্বের গভীর অনুভূতি এবং নিজের দুর্বলতার উপলক্ষ্মি আত্মিক চেতনাকে ন্যূন ও বিন্তত করে দেয়, এই আয়াত একজন মুসলমানের মনের সেই অবস্থাকে ব্যক্ত করেছে। মু'মিন সেই সব আয়াত তেলাওয়াত করার পর সিজদায় প্রণত হয়। সিজদায় পতিত হওয়ার জন্য যেখানে আদেশ রয়েছে নবী করীম (সাঃ) সেই সকল আয়াতের যে কোনটি তেলাওয়াত করার পর সিজদা করতেন।

১৬৬১। আল্লাহ্ তাআলা অসংখ্য গুণবাচক নামের অধিকারী এবং প্রার্থনা করার সময় একজন প্রার্থনাকারীর উচিত সেই বিশেষ গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কযুক্ত।